রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

মালদার এই লজে কাজের জন্য একজন ওয়ার্ড বয় দরকার। ন্যূনতম বেতন ৪৫০০ টাকা।

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ১৩ অগ্রহায়ণ – ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ ঃ ৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 7, 30 November - 6 December, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: ইডেনে দিন–রাতের ঐতিহাসিক গোলাপি টেস্টের উদ্বোধন করলেন বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীত ও বর্তমানের বহু তারকা ক্রিকেটার ও অন্য ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতিতে ঘন্টা বাজিয়ে উদ্বোধন পর্ব সারেন এই দুই নেত্রী। পরে নানা বিষয়ে দুজনের বৈঠক হয় একটি হোটেলে। দুজনেই জানান বৈঠকে দুদেশের সম্পর্ক মজবুত করার কথা হয়েছে।

রবিবার: জঙ্গলমহল থেকে ৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী তুলে

নিয়ে পাঠানো হলে করিমপুরের উপনির্বাচনের কাজে। প্রসঙ্গত, করিমপুরের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি তুলে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই দাবি মেনে নেয় কমিশন আর তা নিয়ে যথারীতি তৃণমূল–বিজেপি চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

সোমবার: প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী।

চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় এদিন ভোরে মারা যান তিনি। প্রয়াণকালে বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

মঙ্গলবার: রাজ্যের ৩টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। খড়গপুর

ও কালিয়াগঞ্জে মোটের ওপর শান্তির ভোট হলেও করিমপুরে ছিল যথেষ্ট উত্তেজনা। বিজেপি প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে যেভাবে ধাক্কা মেরে ঝোপে ফেলে দেওয়া হয় তার নিন্দায় সরব হয়েছেন অনেকেই।

বুধবার: রাজ্যে রাজ্যপালের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে সংবিধান

দিবসে দাবি করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে।

বৃহস্পতিবার: মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে

চলেছেন প্রয়াত বালাসাহেব ঠাকরের পুত্র উদ্ধব ঠাকরে। তাঁর শপথে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দেশের সব শীর্ষ রাজনীতিবিদদের। তালিকায় রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সোনিয়া গান্ধি, মনমোহন সিং, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

শুক্রবার: রাজ্যের ৩টি উপনির্বাচনে ভরাডুবি বিজেপির।

অপ্রত্যাশিত ভালো ফল করে তৃণমূল ছিনিয়ে নিল কালিয়াগঞ্জ ও খড়গপুর আসন। দখলে রাখল করিমপুরও।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গোপন অস্ত্র কারখানার খোঁজ ঢোলা আমিরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : বড়োসড়ো এক অস্ত্রকারখানার হদিশ পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন জেলা পুলিশ। ঢোলাহাট থানার আমিরপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ওই অস্ত্রভান্ডারের খোঁজ পায় পুলিশ। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা তৈরির মশলা এবং অস্ত্র তৈরির নানা সরঞ্জাম সহ দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঢোলাহাট থানায় সাজানো উদ্ধার হওয়া অস্ত্রসস্ত্র।

কিছুদিন আগে ঢোলাহাট থানার আমিরপুর গ্রামে একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজি হয়। ঘটনার তদন্তে নামে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে ওই গ্রামেই কোনও এক বাড়িতে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে। যেখান থেকে সংঘর্ষে ব্যবহৃত বোমাগুলি কেনা হয়েছিল। ওই অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা এবং জেলার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা ও গুলি সরবরাহ করা হত। এই অস্ত্র কারখানার হদিশ পেতে ঢোলাহাট থানার পুলিশ এবং সুন্দরবন জেলা পুলিশের একটি বিশেষ দল যৌথভাবে ওই গ্রামে বুধবার তল্লাশি চালায়। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামের বাসিন্দা জাহির মীরের বাড়ি ঘিরে ফেলে। সেই বাড়িতেই অভিযান চালিয়ে বিশাল ওই অস্ত্রভান্ডারের হদিশ পায় পুলিশ। হাতেনাতে ধরে ফেলা হয় দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি জানিয়েছেন, ঢোলাহাট থানার অফিসার ইন–চার্জ, মন্দিরবাজারের ডিএসপি এবং জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে এক বিশেষ দল এদিন অভিযান চালায় ওই বাড়িটিতে। বাড়িটি থেকে তিনটি বড় রাইফেল, একটি ছোট রিভলবার, দুটি ওভার সোল্ডার লঞ্চার, তিন হাজারের বেশি তাজা বোমা, বোমা তৈরির মশলা, গান পাউডার, ছ'প্যাকেট বোমায় ব্যবহারের জন্য লোহার বল, ওয়েল্ডিং মেশিন এবং আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির নানা সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। বাড়ির মালিক জাহির মীর এবং মথুরাপুর থানার হরিণবাটির বাসিন্দা এরাদ আলি লস্কর নামে দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে অস্ত্র আইন ও সরবরাহ মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অভিযুক্ত দু'জনকেই বুধবার কাকদ্বীপ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃত দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে জেরা করে এই ব্যবসার সঙ্গে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঢোলাহাট থানা থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে গ্রামের মধ্যেই এত বড় অস্ত্র কারখানা দীর্ঘদিন ধরে চললেও তা গ্রামবাসী এবং পুলিশের কাছে এতদিন অজানা থাকায় বিস্মিত সকলেই।

নাগরিকত্ব বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সীমান্তপারে

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে গণতন্ত্র, নাগরিকত্ব ও মানবাধিকার এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে। এরই মধ্যে এনআরসি অর্থাৎ জাতীয় পঞ্জিকরণকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে এক আতঙ্কের পরিবেশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে এনআরসি সম্পর্কে জনমানসে বিভ্রান্তি তৈরি করছে বলে মন্তব্য সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষক মহলের। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই বিভ্রান্তি এক প্রকার উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। রাজ্যটি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণেই এই উদ্বেগ। বিশ্লেষকদের এমনটাই অভিমত। বিশেষ করে রাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সুকৌশলে এই উদ্বেগ ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে মোট বিধানসভা কেন্দ্র হল ২৯৪টি। তার মধ্যে ৭৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের জয়–পরাজয় নিয়ন্ত্রিত হয় মতুয়া সম্প্রদায় দ্বারা বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল।

সম্প্রতি কলকাতায় নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে এনআরসিও নাগরিকত্ব বিষয়ক এক সমাবেশও সংঘটিত হয়। এনআরসি প্রসঙ্গে রাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায় কি ভাবছে বা তাদের প্রতিক্রিয়া কি? এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ–সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'এনআরসি নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। আমরা চাই জাতীয় পঞ্জিকরণ হোক। আমাদের মূল বক্তব্য হল, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (ক্যাব) অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনি বিল নিয়ে। আমরা চাই, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত হিন্দু পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন, তাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব আগে দিতে হবে। তারপরে এনআরসি করুক। এনআরসিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।' মতুয়াদের বিভাজন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক কারণে একটা বিভাজন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। আর নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে সমস্ত মতুয়াই এক ছাতার তলায়।'

অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সব ভারতীয় সভাপতি তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। এনআরসি ও নাগরিকত্ব বিলের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'মূলত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ থেকে সেখানকার যে সমস্ত সংখ্যালঘুরা শরণার্থী হিসাবে ভারতে এসেছেন, তারা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। কারণ তারা ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারিত হয়েই এসেছেন। এই দেশগুলি ভারতের অখন্ড অবস্থানে ছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে এই দেশগুলির সঙ্গে ভারতের পার্থক্য নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

৬৫ লক্ষ রেশন কার্ডের হদিশ নেই প্রতিমাসে গলে যাচ্ছে ৮২ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গল মহলে তৃণমূলের পরাজয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে নেত্রী দেখল অনেক গরিব মানুষের ২ টাকা কিলো দরে চা গম পাওয়ার রেশন কার্ড নেই। তখন নতুন করে রাজ্যে রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা যোজনার নাম তোলার জন্য ফর্ম বিলির ব্যবস্থা করে যাদের কার্ড নেই, অথবা যাদের অন্য কার্ড আছে তারা RKSY(I) কার্ড পেতে চায় তারাও দরখাস্ত করতে পারবে। এই দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় সীমা তিনবার বাড়ানো হয়েছে।

২০১১ সালের আর্থিক সমীক্ষা অনুসারে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা অ্যাক্টের অধীনে ৬ কোটি ১ লক্ষ মানুষ ৩ টাকা কিলো চাল ও ২ টাকা কিলো দরে গম মোট মাসে ৫ কিলো খাদ্য পাবে এমন রেশন কার্ড আছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভুলে অথবা নোংরা দলাদলির রাজনীতির কারণেই হোক বহু গরিব মানুষ উক্ত তালিকা থেকে বাদ পড়ে। সেই বাদ পড়া গরিব মানুষদের জন্য আমাদের দরদি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নিজস্ব খাদ্য সুরক্ষা যোজনায় আরও ১ কোটি ৫০ লক্ষ RKSY (II) কার্ড বিলি করেন। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে নতুন করে যা দরখাস্ত জমা পড়েছে তার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের রেশন কার্ড প্রাপকের সংখ্যা হবে মোট ৯ কোটি ১ লক্ষ। ২০১১ সালে আদম সুমারী অনুযায়ী ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে লোক সংখ্যা হবে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ। অথচ সমীক্ষা বলছে যে রাজ্যের লোকসংখ্যার ৩৩ শতাংশ মানুষ আর্থিকভাবে দুর্বল। তাহলে সেই সংখ্যাটা হবার কথা ৩ কোটি। রেশন কার্ড বন্টনের চিত্র অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে সব মানুষই দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত। দেশের আর কোনও রাজ্যে এই চিত্র নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

উপনির্বাচন ম্যাচে ৩–০ গোলে হার বিজেপির

কুনাল মালিক : পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল জয়লাভ করল। রাজ্যবাসী তো বটেই, রাজনীতি মহলও তৃণমূলের এই জয়ে আশ্চর্য হয়েছেন। এভাবেও যে ফিরে আসা যায়– তা তৃণমূল কংগ্রেস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে খড়্গপুর সদর– যেখান থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকাতেও তৃণমূল বাজিমাৎ করেছে। আর কালিয়াগঞ্জ, যেখানে গত লোক সভায় বিজেপি জিতেছিল ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে, সেখানেও তৃণমূল বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। করিমপুর তৃণমূলের দখলে ছিল সেটা মর্যাদার

সঙ্গে দখলে রাখল তারা। বাম–কংগ্রেস জোট যে সোনার পাথরবাটি তারও প্রমাণ হল। অথচ অধিকাংশ মানুষের ধারণা ছিল তৃণমূল পেলে শুধু করিমপুর কেন্দ্রটাই পাবে। বিজেপির বঙ্গ চাণক্য মুকুল রায় তো দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন আমরা তিনে–তিন পাব। কিন্তু কেন এমন হল? লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বিজেপি ১৮টা আসন পাবার পর। সে অর্থে বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় পরিষেবা তেমন পায়নি। রাজ্য তো বটেই গোটা দেশবাসীই আর্থিক দুর্দশায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। নোট বাতিল, জিএসটি, ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে পেঁয়াজের মূল্য ১০০ টাকা কেজি অতিক্রম করে গেছে। পেট্রল ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, গ্যাসে ভর্তুকি তুলে নেওয়া, সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে মেট্রো রেলের ভাড়া দ্বিগুণ হবে। তীব্র বেকারত্ব, সব মিলিয়ে মানুষ তিতি বিরক্ত। তার ওপর এনআরসি নিয়ে দেশজুড়ে মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভরসা হারিয়ে সাঁকো বাঁধলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেখলিগঞ্জ : দীর্ঘ সময় ধরে ভগ্নদশায় পড়ে আছে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান সেতু। সবকিছু দেখেও উদাসীন প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা। এই সেতু সংস্কার করে একটি পাকা দাবি জানিয়ে আসছিলেন কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মেদিপাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। কিন্তু বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজের কাজ হয়নি কিছুই। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ওপর ভরসা না রেখে মঙ্গলবার কার্যত বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেরাই নির্মাণ করতে শুরু করলেন বাঁশের সাঁকো। সংশ্লিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। কিন্তু বরাবরই এই গ্রামের বাসিন্দারা তৃণমূলের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে সংশ্লিষ্ট গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে আসছেন তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের।

এরপর পাঁচের পাতায়

মন গলল না ছিটমহলবাসীর

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার : সম্প্রতি কোচবিহার সফরে এসে সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য নির্মিত হওয়া নতুন ফ্ল্যাটের চাবি কয়েকজন ছিটমহলবাসীর হাতে তুলে দিয়েও মন গলানো গেল না এই নব্য ভারতীয়দের। নিজেদের ন্যায্য দাবি থেকে একচুলও কিছু পাঠাতে পারলেন না স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তার কোচবিহার সফরের পর থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সাবেক ছিটমহলবাসীদের ক্ষোভ ক্রমশ দাবানলে পরিণত হচ্ছে কোচবিহার জেলায়। তারই আঁচ পাওয়া গেল বুধবার। এদিন নিজেদের বিভিন্ন দাবি–দাওয়া নিয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সমবেত হন দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ এবং হলদিবাড়ি সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে থাকা সাবেক ছিটমহলবাসীরা। জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান তারা এবং দাবিপত্র তুলে দেন জেলা শাসকের হাতে। এদিন দিনহাটা কৃষি মেলার মাঠ সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসবাসকারী সাবেক ছিটের ৫৮ টি পরিবারের সদস্যরা যোগ দিয়েছিলেন জেলাশাসকের দপ্তরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। মহম্মদ ওসমান গনি, মৃণাল বর্মণ, নেপাল বর্মনের মত এই সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের সাবেক ছিটমহলবাসীরা জানান, রাজ্য সরকার তাদের সাথে কার্যত প্রতারণা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ প্যাকেজ এর আওতায় এখনো আনা হয়নি তাদের। বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। তাই শুধু ফ্ল্যাট দিয়ে মন ভোলানো যাবেনা। প্রত্যেক পরিবারের নামে জমি এবং বাড়ি নির্মাণ করে দিতে হবে সরকারকে। এছাড়াও বাংলাদেশে ছেড়ে আসা জমি বিক্রি করার অনুমতি দিতে হবে তাদের। এর পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে পাশ করে যে সার্টিফিকেট পেয়েছেন সাবেক ছিটমহলবাসীরা, এই সার্টিফিকেট কে মান্যতা দিতে হবে এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জ্বালানি দূষণে উদ্বেগ মহানগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সম্প্রতি ভয়াবহ বায়ুদূষণের সঙ্গে পানীয় জলদূষণের ক্ষেত্রে দেশের রাজধানী মহানগর 'নতুন দিল্লি'র পর, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী আমাদের কলকাতা মহানগরের বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগের কারণ হয়েছে। ইতিমধ্যেই জাতীয় পরিবেশ আদালত কড়া অবস্থান নিয়েছে; রাজ্যের পুরসভাগুলিও দূষণ থেকে মুক্তির পথ নিরূপণে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে। এই প্রেক্ষিতে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, কলকাতার রাস্তার ধারে ও আরো অনেক জায়গায় ভাতের হোটেল বা অধিকাংশ গরম–গরম চায়ের দোকান ও অন্যান্য খাবারের দোকানগুলিতে কাঠ বা কয়লার জ্বালানি বন্ধ করে হিটার বা এলপিজি অর্থাৎ গ্যাস সরবরাহ করার দু' বছর

পূর্বের কর্মসূচি কতখানি প্রতিপালিত হয়েছে? কতগুলি দোকানে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে পুর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই যাই বলুন না কেন, কলকাতার ক্ষেত্রে অনেক তফাৎ। এ–ব্যাপারে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা আজকে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই। মহানাগরিক অনেকটা সৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। আর রাস্তার দোকানে হিটার বা এলপিজি গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে দু'বার টেন্ডার করেও, টেন্ডারে কেউ আসেনি। যেহেতু নতুন বিষয় তাই একটু সময় লাগবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

গঙ্গাসাগর মেলায় ভিলেন হতে পারে মুড়িগঙ্গার পলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, লট নং–৮, কাকদ্বীপ : মাস খানেক পরেই দেশের অন্যতম দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপে। ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ একাধিক সভা করেছেন। গত ২৫ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মেলার সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে সভা করেছেন।

তীর্থযাত্রীরা প্রধানতঃ কাকদ্বীপের লট নম্বর–৮ থেকে মুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে কচুবেড়িয়া হয়ে মূল সাগরদ্বীপের কপিল মুনির মন্দির লাগোয়া বিচে উপস্থিত হন। প্রতিবছরই মুড়িগঙ্গার পলি ভেসেল চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে স্বাভাবিক যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুড়ি গঙ্গার পলিই ভিলেন হয়ে সাগর মেলার স্বাভাবিক ছন্দ–তাল কেটে দেয়। জোয়ার ছাড়া ভেসেল চলাচল সম্ভব হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা তীর্থযাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়। নামখানা থেকে নদী পথে চেমাগুড়ি দিয়ে যাত্রী চলাচলের সংখ্যা কম। ১৯৯৪ সালে ওই পথে মা–অভয়া লঞ্চডুবির পর অনেকেই ওই পথে যেতে চান না। মুড়ি গঙ্গার পলি নিরসনে গত বছর জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সারা বছরই ড্রেজিং করা হবে। তার জন্য অতিরিক্ত অর্থও বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি লট–নম্বর– ৮এ গিয়ে ফেরিঘাটে চোখে পড়ল, হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করছেন। কারন ভাঁটা থাকায় ফেরি বা ভেসেল চলাচল বন্ধ আছে। টিকিট ঘরের দরজাও বন্ধ। চোখে পড়ল মুড়িগঙ্গার পলি বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তার করেছে। তিনটি ড্রেজিং মেসিনও নদীতে দাঁড়িয়ে আছে। ফেরিঘাটে অস্থায়ী ড্রেজিং কার্যালয় দেখলাম তালাবন্ধ। টিকিট ঘরের দরজা খুলে দেখলাম এক ব্যক্তি মোবাইলে গেম খেলছেন। ওই ব্যক্তি তারাপদ মণ্ডল, তিনি টিকিট কাউন্টারের দায়িত্বে আছেন। তারাপদ বাবু জানালেন, এখন ভাঁটা, জোয়ার এলে কাউন্টার খোলা হবে। তারাপদ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সারা বছর ড্রেজিং করার কথা হলেও বাস্তবে তা হয়নি। মাঝে মধ্যে হয়। মেলার সময় যে পরিস্থিতি খারাপ হবে তার আন্দাজ দিলেন তারাপদ বাবু।

সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ খাঁড়া এবং বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল জানালেন, দেখুন বড় ড্রেজিং মেসিন দিয়ে পলি কাটা শুরু হয়েছে, আশা করা যায় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ধারাবাহিকভাবে পলি না কাটার জন্য ড্রেজিং এজেন্সিকেই দায়ি করলেন সভাপতি। তিনি বলেন, ওদের পর্যাপ্ত পার্টস ছিল না, বিশাখাপত্তনম থেকে এনে আবার কাজ শুরু করেছে। সাগরের বিধায়ক তথা গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা জানালেন, দেখুন সারা বছরই ড্রেজিং হয়েছে, তবে ধারাবাহিক মানে প্রতিদিন সম্ভব নয়।

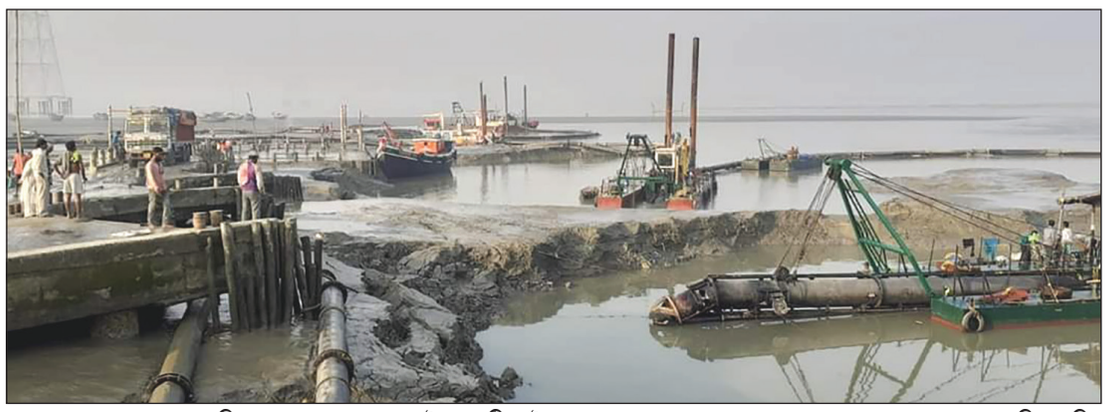

গঙ্গাসাগর মেলার আগে পলি তোলার কাজ চলছে লট ৮ জেটিঘাটে। –নিজস্ব চিত্র

এরপর পাঁচের পাতায়

সূচকের বাড়বাড়ন্তে দাম বাড়তে হবে হাতের শেয়ারেরও

পার্থসারথি গুহ

যে কোনও সপ্তাহের শুরু ও শেষ আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারেও বিশাল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভারতীয় শেয়ার বাজারের কথাই বলা যাক না। গত সপ্তাহের প্রথম দিন যেভাবে ধেড়িয়েছিল নিফটি ও সেনসেক্স তাকে একটু ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলা চলে ওপেনিং জুড়ির ব্যর্থতা। আবার সেই অর্থবাজারই সপ্তাহের গোড়ায় ঝকঝকে দুটো দিন উপহার দিল। একে আবার গালভরা কথায় বলা যায় মিডল অর্ডারের সাফল্য। তবে এটাই কষ্টের মিডল অর্ডার কিছুতেই টিকে থাকতে পারল না। শুক্রবার ঝপাঝপ উইকেট পতন হল নিফটির বড় পতনের হাত ধরে। তাও বছর শেষে মিডক্যাপের তেড়েফুঁড়ে বাড়াও কোনও অংশে কম নয়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই।

এখন দেখার এই সাফল্যের ছটা আরও কতটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এরপর নিশ্চিতভাবে

অর্থনীতি

বাজারের মুখ ওপরের দিকে তুলে রাখতে মিডল অর্ডারের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে টেল এন্ডারদের। তবে গিয়ে হয়তো আরও বড় মুভ লক্ষ্য করা যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় নিফটি যতক্ষণ ১২ হাজারের ওপর থাকছে ততক্ষণ অন্য কোনও কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু ১২ হাজার ভেঙে নিফটি যদি ট্রেড করতে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই লগ্নিকারীদের ট্রেডিংয়ে বেশি ঝুঁকি না নিতে পরিহাস করে বলছেন, এখনকার এই সন্ধিক্ষণে টি–২০ খেলতে যাবেন না মোটেই। আপাতত ক্রিজে টিকে থাকলেই রান আসবে বলে অভিমত তাঁদের। বলাবাহুল্য, এই রান আসা বলতে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে লগ্নিকারীদের সংযম বজায় রেখে বিনিয়োগে যেতে বলছেন তা পরিস্কার। রোজ রোজ পজিশন না রেখে ইন্টারডে কেনাবেচা সাঙ্গ করে হাত খালি রাখার সুপারিশও করছেন তাঁরা।

নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য বেশ কিছু সীমা–পরিসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ১২,৩০০র ওপর ক্লোজিংটা খুব জরুরি। এটা ভেঙে বন্ধ করলে টেকনিক্যালি অনেক খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা হবে অবশ্য ধাপে ধাপে।

আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থবাজারের কিছু নেতিবাচক বার্তা আগামীতে প্রভাব ফেলতে পারে অর্থবাজারে। বিদেশি এই উথাল–পাতালের মাঝে পড়ে নড়ে যেতে পারে লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। এসব হয়তো হবে ভোট পর্ব চূড়ান্ত হওয়ার পর। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১০,৪০০–১২,৪০০ হল নিফটির বড় লাইফলাইন। এই ২ হাজার পয়েন্টের খেলাটাই চলতে পারে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১০,৪০০ থেকে ১০,৩০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল। সে জন্যই এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এই ক্লোজিং। বুল বেয়ারের যে দ্বন্দ্বটা চলছে তারও একটা এসপার–ওসপার হওয়া বিশেষ জরুরি। এটা যে তেজি বাজার চলছে তা বোঝানো যেমন দরকার বুলদের জন্য, ঠিক তেমনই বেয়ারদের প্রমাণ করার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়ে হ্যায় বেচুবাবু কা জমানা।

ই এস আইয়ে স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৬ জন গ্রেড টু নার্স (স্টাফ নার্স) নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ডিরেক্টোরেট অব ই এস আই (এম বি) স্কিমের অধীনে বিভিন্ন ই এস আই প্রতিষ্ঠানে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। শুধুমাত্র মহিলারা আবেদন করবেন। প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৪৩, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি – এ ৯, ও বি সি – বি ৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল বা ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা বলতে ও লিখতে জানতে হবে। বয়স : ১ – ১– ২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি – রা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করা হবে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। নির্বাচিত প্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.esiwb.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। ফটোটি স্বপ্রত্যয়িত করে দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* স্থায়ী বাসস্থানের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

৯ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Director, Directorate of ESI (MB) Scheme, WB, 2nd Floor, Wing B, Plot VI, G B Block, Sector III, Salt Lake, Kolkata – 700 097.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েক হাজার উচ্চমাধ্যমিক

কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এক্সামিনেশন, ২০১৯ টিয়ার–ওয়ান ১৬ মার্চ থেকে ২৭ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েক হাজার পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট/সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও অফিসে। 'কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল (১০+২) এক্সামিনেশন, ২০১৯'–এর মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশন (টিয়ার–ওয়ান) আয়োজিত হবে ১৬ থেকে ২৭ মার্চ। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। প্রথম ধাপের এই পরীক্ষায় সফল হলে তবেই ফাইনাল পরীক্ষায় বসার ডাক পাওয়া যাবে। মেন পরীক্ষা ২৮ জুন।

তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য শূন্যপদ সরকারি নিয়মানুসারে সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সব পদের ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। এছাড়া পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট / সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ও লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক / জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে মিনিটে ৩৫টি শব্দ বা হিন্দিতে মিনিটে ৩০টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পদের প্রার্থীদের স্কিল টেস্টের সময় কম্পিউটারে ঘন্টায় অন্তত ৮,০০০ কি ডিপ্রেশনের গতিতে একটি প্যাসেজ থেকে ১৫ মিনিট টাইপ করতে হবে।

বয়স : নির্দিষ্ট তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্ন ও আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে এবং ৩৫ বছরের (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০, ও বি সিদের ক্ষেত্রে ৩৮) মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। টিয়ার ওয়ান কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হয় ৪টি অংশ– ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক

কাজের খবর

অ্যারিথমেটিক বিষয়ক) এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। প্রতি অংশে ২৫টি করে মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হয়। মোট ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রতিটি অংশে নম্বর ৫০। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত ও সেরিব্রাল পালসি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পান। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া অন্য তিনটি অংশের প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা করে কোয়ালিফাইং নম্বর পেতে হয়। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। টিয়ার টুয়ে ডেসক্রিপ্টিভ অংশে থাকবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এতে থাকে এসে রাইটিং, লেটার রাইটিং, অ্যাপ্লিকেশন রাইটিং। সময় ১ ঘন্টা। দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও সেরিব্রাল পালসি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পান। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলে স্কিল টেস্ট / টাইপিং টেস্ট নেওয়া হয়।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্য : http://www.ssc.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে ৩ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারির মধ্যে।

এটি নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই খবর জানানো হল। আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্য পুলিশে ১২৫ স্টাফ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্টাফ অফিসার কাম ইনস্ট্রাক্টর পদে ১২৫ জনকে নেবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নিয়োগ করা হবে রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স দফতরে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

মোট শূন্যপদ : ১২৫টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ২৮, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি – এ ১৩, ও বি সি – বি ৯)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। প্রার্থীকে বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে জানতে হবে (দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিভিন্ন সাব ডিভিশনের স্থায়ী বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬৭ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৬০ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী এবং তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। পুরুষদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি না ফুলি ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ সেমি ও ৮৩ সেমি (গোর্খা, রাজবংশী ও তফসিলি উপজাতিদেরী ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ সেমি ও ৮১ সেমি)। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০ – ৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছরাই করা হবে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, ফাইনাল কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধু একটি স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। ফাইনাল পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হবে।

প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের ১০০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (১০০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর), এবং অ্যারিথমেটিক (৫০ নম্বর) বিষয়ে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

দৈহিক মাপজোক যাচাইয়ের পর দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিটে ৮০০ মিটার (মহিলাদের ক্ষেত্রে ২ মিনিটে ৪০০ মিটার)। দৌড়।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ফাইনাল লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ৩৫০ নম্বরের ফাইনাল পরীক্ষা নেওয়া হবে তিনটি পত্রে। পেপার–ওয়ানে প্রশ্ন হবে জেনারেল স্টাডিজ (১০০ নম্বর), লজিক্যাল অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল রিজনিং (২৫ নম্বর) এবং অ্যারিথমেটিক (২৫ নম্বর) বিষয়ে। সময়সীমা ২ ঘন্টা।

পেপার – টুতে থাকবে ইংরেজিতে ড্রফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, ইংরেজি ব্যাকরণ, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন। মোট নম্বর ১০০। সময়সীমা দেড় ঘন্টা। পেপার থ্রিতে (১০০ নম্বর) নেওয়া হবে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষার পরীক্ষা। থাকবে রিপোর্ট লেখা এবং ইংরেজি থেকে বাংলা বা নেপালিতে অথবা হিন্দি বা উর্দু থেকে বাংলা ভাষায় ট্রান্সলেশন। সময় সীমা দেড় ঘন্টা।

লিখিত ফাইনাল পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের (৫০ নম্বর) জন্য। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন।

আবেদন করা যাবে অনলাইন অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.wbpolice.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জে পি জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট (৪.৫ × ৩.৫ সেমি) মাপের ফটো (অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে, ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং ১.৭ × ৯.২ সেমি মাপের সই (৫ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

এছাড়াও পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড স্বীকৃত ই–ভিলেজ কেন্দ্র (তথ্য মিত্র কেন্দ্র)–এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৩ টাকার বিনিময়ে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্তের ওপর অ্যাপ্লিকেশন সিরিয়াল নম্বর আছে কিনা দেখে নেবেন। দরখাস্তের বয়ান পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২৭০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গ তফসিলি প্রার্থীদের সঙ্গে কেবল প্রসেসিং ফি বাবদ ২০ টাকা)। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা ই–ওয়ালেটের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমেও। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। চালান ডাউনলোড করার ১টি কাজের দিনের পর ফি জমা দিতে হবে ইউ বি আই–এর যে কোনও ব্রাঞ্চে। ফি জমা দেওয়ার পর ফি জমা–সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে দরখাস্ত সাবমিট করবেন এবং সাবমিট করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে কোনও পোস্ট অফিসে, ইন্ডিয়া পোস্ট চালানের মাধ্যমে। আবেদনের বয়ান এবং চালান ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ২৪ ডিসেম্বর। ফি দিতে হবে ' West Bengal Police Recruitment Board'–এর অনুকূলে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ১০ টাকা দিতে হবে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রিসিপ্ট দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। এছাড়াও ডাউনলোড করে নেওয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

অফলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ফি জমা দেওয়ার নথি সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৩২ × ২২ সেমি মাপের খামে ভরে পাঠিয়ে দেবেন এই ঠিকানায় : Chairman, West Bengal Police Recruitment Board, Araksha Bhaban, 5th floor, Block – DJ, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata – 700 091. খামের ওপর 'NAME OF THE RECRUITMENT, NAME OF THE POST, APPLICATION SERIAL NO. ' লিখে দেবেন।

অফলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ও ফি জমা দেওয়ার খুঁটিনাটি জানাতে এই ওয়েবসাইটে লক্ষ রাখুন : www.wbpolice.gov.in।

অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.wbpolice.gov.in

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে (শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে) যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৭০৪৪১০৮৬৮৯ / ৭০৪৪১০৯৩৪৬। অথবা ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : wbprbonline@applythrunet.co.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ও গোলমাল।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

শব্দবার্তা ১৫৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নমাজের জন্য ডাক বা আহ্বান ২। চাঁদোয়া ঢাকা স্থান ৪। বুদ্ধির খেলা ৬।পত্নী ৭। সাহায্য, সহযোগিতা ১০। অপেক্ষাকৃত ভালো বা যুক্তিযুক্ত ১২। সৈন্যদলের বাসগৃহ, ব্যারাক ১৩। অবশ, অসাড় ১৪। বাসক গাছ ১৬। তুল্য, অভিন্ন ১৭। অভিমত, বিচার্য ১৮। ইসলামিয় অভিবাদন।

উপর–নীচ

১। অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন কথা ৩। পঁচিশ সংখ্যক ৪। অগ্রজ ৫। উকিল সমাজ ৮। গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকা ৯। পর্যন্ত ১০। ডিম্পল কবাডিয়ার প্রথম হিন্দি ছবি ১১। আওয়াজ, ধ্বনি ১৪। বস্ত্র, বাসস্থান ১৫। চতুর্বেদের অন্যতম।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৫

পাশাপাশি : ১। মহাসাগর ৫। সখ্য ৬। সেরা ৭। জমিজমা ৯। কানমলা ১১। লাই ১২। ঘাঁটি ১৩। কর্ণগোচর।

উপর–নীচ : ২। হাইড্রোজেন ৩। রসরাজ ৪। তরজমা ৮। জমাখরচ ৯। কালান্তর ১০। লালাটিক।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামে টেকনিশিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : অপারেশনস টেকনিশিয়ান এবং বয়লার টেকনিশিয়ান পদে ৭২ জনকে নেবে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পেরেশন। নিয়োগ হবে বিশাখাপত্তনমের বিশাখ রিফাইনারিতে।

শূন্যপদের বিবরণ : অপারেশনস টেকনিশিয়ান : ৬৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর সহ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বয়লার টেকনিশিয়ান : ৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ফার্স্ট ক্লাস বয়লার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট থাকতে হবে। বয়স : ১–১১–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ও বি সি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলাকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.hindustanpetroleum.com দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর। ফি বাবদ অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দিতে হবে ৫৯০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

নদীতে তলিয়ে গেল পর্যটক

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার সন্ধ্যায় বোট থেকে নদীর জলে পড়ে গিয়ে জলের টানে তলিয়ে গেল এক পর্যটক। নিখোঁজ পর্যটকের নাম সৈকত রায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে নদীয়ার চাকদা এলাকায় বাসিন্দা সৈকত রায় সহ আরও ২২ জনের দল এদিন সকালে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য কুলতলির কৈখালি থেকে একটি বোটে ওঠে। বোট টি নদী পথে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করছিল।এদিন সন্ধ্যায় বোট টি যখন সাতজেলিয়া এলাকা দিয়ে জল পথে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎই বোট থেকে নদীর জলে পড়ে যায় পর্যটক সৈকত রায়।জলের টানে তলিয়ে যায় সৈকত। বাকি পর্যটকরা বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে তারা কুলতলি থানায় এসে এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে জল পথে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।তবে এখন পর্যন্ত নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানান সুন্দরবন ভ্রমনের সময় একটি বোট থেকে এক পর্যটক নদীর জলে পড়ে তলিয়ে যায়। নিখোঁজ পর্যটকের খোঁজে জল পথে তল্লাশি শুরু হয়েছে।বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হুকিংয়ের প্রতিবাদে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদ্যুতের তারে হুকিং করার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী এক যুবক কে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী বাবা ও ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কারখানার চক এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বেশ কিছুদিন আগে এলাকার গণেশ মন্ডল ও তার ছেলে শশধর মন্ডল রাতের অন্ধকারে বিদ্যুতের তারে হুকিং করছিলেন। বেআইনি হুকিং করায় প্রতিবাদ করে সরব হয়েছিলেন যুবক খোকন বৈদ্য।এরপর রবিবার রাতে প্রতিবাদী যুবক স্থানীয় বাজার এলাকা থেকে যখন বাড়িতে ফিরছিলেন, ঠিক তখনই রাতের অন্ধকারে সুযোগ নিয়ে গণেশ মন্ডল ও তার ছেলে শশধর মন্ডল বেধড়ক মারধোর করে প্রতিবাদী যুবক কে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় গুরুতর প্রতিবাদী যুবক। স্থানীয় লোকজন খবর পেয়েই প্রতিবাদী যুবক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঘুটিয়ারি শরিফ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রতিবাদী যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে রাতেই ওই যুবক কে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার বিষয়ে প্রতিবাদী যুবকের পরিবারের লোকজন জীবনতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২২ নং বুথের গতকাল আনুমানিক রাত ৯ টা নাগাদ পাশের গ্রামে গ্রাম সংসদ মিটিং শেষে হঠাৎ বিজেপি বুথ সভাপতি যদুনাথ মণ্ডল এর বাড়ি আক্রমণ করে স্ত্রীর চিকিৎসার কারণে কলকাতার হাসপাতালে থাকায় যদুনাথ কে না পেয়ে ভাঙচুর লুটপাট শুরু করে করে। বাড়িতে তখন মেয়ে পাপড়ি নস্কর ও জামাই সুদীপ নস্কর ছিল। মেয়ে জামাইয়ের সামনে ২ খানা বাইক টিভি ফ্রিজ জানালা দরজা ভাঙচুর সহ লুটপাট চালায় টিএম সি হারমাদ বাহিনীর দল। যেতে যেতে বলে যায় তোর বাপ কে বিজেপি করতে বারণ করবি । অন্যথায় এখন যা করে গেলাম পরে এর থেকে আরো ভয়ংকর অবস্থা করে ছাড়ব। বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দক্ষিন ২৪ পরগনার পশ্চিম জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু এই ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানায় তিনি বলেন, টিএমসি যদি মনেকরে এই ভাবে সন্ত্রাস করে বিজেপি কে রুখবে তা অহলে ভুল করবে। পুলিশ কে বলব যথাযথ আইনি তদন্ত করে আসামীদের গ্রেপ্তার করুন।

আইনজীবীদের বিক্ষোভ

অরিজিৎ মণ্ডল: ডায়মন্ডহারবার আদালতের অন্তর্ভুক্ত চারটি থানা নতুনভাবে কাকদ্বীপ আদালতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রতিবাদে। ক্রিমিনাল ও ফৌজদারি আদালতে আইনজীবীর অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট এর পথে হাঁটল। ডায়মন্ড হারবার আদালতের অন্তর্ভুক্ত রায়দিঘি মথুরাপুর মন্দির বাজার ও কুলপি থানা কাকদ্বীপ পুলিশ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এই থানার যাবতীয় সমস্ত মামলা কাকদ্বীপ আদালতের স্থানান্তরিত করার আদেশের প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট। ধর্মঘটে সামিল ৫০০ আইনজীবী ও ৪০০ মোহরা। আইনজীবীদের দাবি আদালতের অন্তর্ভুক্ত এই চারটি থানাকে ডায়মন্ডহারবার আদালতেরই অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। নয়তো ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্ভুক্ত চারটি থানা কে নতুন করে ডায়মন্ড হারবার কোর্টের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই দাবিতে প্রায় কয়েক শ আইনজীবী ধর্মঘটের পথ বেছে নিয়েছে ধর্মঘটের জেরে অসুবিধায় পড়ছে কয়েক হাজার বিচারপ্রার্থীরা।

জীবনতলায় নকল তেলের কারখানার হদিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ: দীর্ঘদিন ধরেই জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসছিল যে জীবনতলা থানা এলাকায় একটি নকল হেয়ার ওয়েল তেলের কারখানায় তেল প্রস্তুত করে তা বাজারে দামি ব্রান্ডের নামেই বিক্রি হচ্ছে।পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও নকল তেলের কারখানার হদিশ পাচ্ছিলেন না। ওই নকল তেলের কারখানা থেকে হেয়ার ওয়েল তেল প্রস্তুত করে নামিদামি ব্রান্ডের নাম দিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি হতো।আচমকা শনিবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পায় জীবনতলা থানার পুলিশ।শনিবার দুপুরে গোপন সূত্রে নকল তেলের কারখানার হদিশের খবর পাওয়ার মুহূর্তে সূত্র ধরেই এদিন দুপুরেই জীবনতলা থানার পুলিশ হানা দেয় সন্তাখালী গ্রামের মোস্তাক আহমেদ এর বাড়িতে। সেখান থেকে নকল হেয়ার ওয়েল তেলের বোতল,তেল প্রস্তুত করা যন্ত্রাংশ সহ বেশকিছু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে জীবনতলা থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ আসার খবর আগেভাগেই পেয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মোস্তাক আহমেদ। তবে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

নৌকা থেকে তুলে নিয়ে গেল বাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই সঙ্গীর সামনে নৌকায় ঝাঁপ দিয়ে এক মৎস্যজীবীকে নৌকা থেকে তুলে নিয়ে

জঙ্গলে চলে যায় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। শনিবার দুপুরে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের পিরখালি তিন নম্বর জঙ্গল লাগোয়া খালে। নিখখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম অনিল মন্ডল(৬৫)। উল্লেখ্য গোসাবা থানার বালি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমলামেথি গ্রামের বাসিন্দা অনিল মন্ডল শুক্রবার গ্রামেরই অপর দুই মৎস্যজীবী কেনারাম মন্ডল ও হরেন বায়েনের সাথে নৌকায় চেপে রওনা দিয়েছিলেন সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে কাঁকড়া ধরার জন্য। শনিবার দুপুরের দিকে তারা সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালি রেঞ্জ এলাকাধীন পিরখালি তিন নম্বর জঙ্গল লাগোয়া খালে নৌকায় বসে কাঁকড়া ধরার জন্য দোন ফেলছিলেন নদীর জলে।পাশাপাশি একটা সময়ে তাদের নৌকাটি জলের ঢেউয়ে জঙ্গলের কাছাকাছি চলে যাওয়ায় হঠাৎই গর্জন করে একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের নৌকার উপর।শুরুতেই বাঘটি আচমকা অনিল বাবুর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে তাকে নিয়ে পড়ে যায় নদীর জলে। বাঘটি নৌকার ওপর লাফিয়ে পড়ায় সেই ঝাঁকুনিতে নৌকা থেকে নদীর জলে পড়ে যায় কেনারাম মন্ডলও।সেই অবস্থায় বাঘটি দ্রুত ওই মস্যজীবীকে টানতে টানতে সুন্দরবনের গভীর ম্যানগ্রোভের জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত সেই অবস্থায় নৌকায় থাকা হরেন বায়েন নদীর জল থেকে তোলেন কেনারামকে। চোখের সামনে সঙ্গীকে বাঘ নিয়ে চলে যাওয়ায় সাময়িক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুজনেই।পরে তারা মনের অদম্য শক্তি অর্জন করে দ্রুত এলাকা ছেড়ে নৌকা চালিয়ে চলে আসেন গ্রামের জেটিঘাটে। মুহূর্তের মধ্যে আমলামেথি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনার খবর। বাড়িতে থাকা অনিল বাবুর স্ত্রী কল্পনা দেবী স্বামীর খবর জানতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জ্ঞান হারান। এদিকে সেই খবর যায় সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সজনেখালি রেঞ্জ অফিসে । সেখান থেকে বনকর্মীরা দ্রুততার সাথে নদী পথে চলে যান ঘটনাস্থলে। ঘন অন্ধকার নেমে আসায় হদিশ মেলেনি নিখোঁজ মৎস্যজীবীর। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা ড: সুধীর চন্দ্র দাস বলেন 'একজন মৎস্যজীবীকে নৌকা থেকে বাঘ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। আমাদের লোকজন ওই এলাকায় তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।'

পেরেকবিদ্ধ গাছ, উদ্বিগ্ন পঞ্চায়েত প্রধান ও বিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উকিল, পাত্রপাত্রী, কল সেন্টারে কাজ,আয়ার কাজ,মেয়েকে কোথায় ভর্তি করবেন অথবা কোথায় নার্সিং ট্রেনিং নেওয়ার সুযোগ আছে? রাস্তার পাশে গাছের দিকে তাকলেই জেনে যাওয়া যাবে এক পলকে। পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে থাকা-খাওয়া ও নিরাপত্তার ঠিকানার হদিশও পাওয়া যাবে রাস্তার পাশে গাছেই। ভাবছেন, সে আবার কী কান্ড? ক্যানিং মহকুমা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে রাস্তার দুপাশের আম, জাম, খেজুর, শিরিষ, অর্জুন, নিম, তেঁতুল, ইউক্যালিপটাস, বট, অশ্বত্থ, ঝাউ,বাবলা গাছের গায়ে পিরেক বিদ্ধ বৈচিত্র্যময় বিজ্ঞাপনের শেষ নেই। কিন্তু সব গাছই কার্যত ঢাকা পড়েছে সাইনবোর্ড কিংবা ফ্লেক্সে। পেইং গেস্ট থেকে শুরু করে প্রাইভেট টিউটর, গান বা বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার স্কুল কিংবা নার্সিং প্রশিক্ষণের ঠিকানা, ফোন নম্বর জানিয়ে দিচ্ছে বোর্ডগুলি।শুধু জেলাজুড়েই নয় শহরের বুক জুড়েই বড় বড় গাছের গায়ে পেরেক ঠুকে নিখরচায় চলছে এমন বিজ্ঞাপন। ক্ষতি কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গাছের গায়ে পেরেক বিদ্ধ মারাত্মক প্রভাব। বাস্তবে গাছকেই মেরে ফেলার প্রক্রিয়া হল গাছের গায়ে পেরেক ঠোকা। যত বেশি পেরেক পোঁতা হচ্ছে, তত বেশি করে সর্বনাশ হচ্ছে সেই গাছটির।

কেন্দ্রীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা গবেষণাগারের প্রধান গবেষক বিজ্ঞানী ডঃ ধীমান বর্মন বলেন, পেরেক পুঁতলে গাছের জল ও খাদ্য পরিবহণকারী জাইলেম ও ফ্লোয়েম কলা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা নির্ভর করে পেরেক কতটা গাছের গভীরে ঠুকে দেওয়া হচ্ছে, তার উপর।

অস্ট্রেলিয়ার মারডোক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক তথা বিজ্ঞানী ডঃ রিচার্ড ডব্লিউ বেল বলেন'' পেরেক পুঁতলে গাছের 'ফাঙ্গাল ইনফেকশন' হতে পারে। এর ফলে গাছের কোষ নষ্ট হয়,পাশপাশি গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।' অথচ দিন দিন পেরেক বিদ্ধ গাছের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফল একদিন না একদিন ভোগ করতেই হবে। যাদের এ ব্যাপারে নজরদারি করার কথা, তাদের কিন্তু হেলদোলই নেই। বনদফতর সমস্যাটি নিয়ে কখনও প্রচারই করে না।দিনে দিনে যেভাবে গাছের গায়ে পিরেক সেঁটে বিজ্ঞাপনের বোর্ড লাগানোর প্রবণতা বাড়ছে,আগামী দিনে মহা বিপর্যয় হতে বাধ্য।

গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন এলাকায় সমস্ত হোর্ডিং, সাইনবোর্ড ইত্যাদি টাঙানোর জন্য ট্যাক্স নিয়ে থাকে পঞ্চায়ত ও পুরসভা। তাহলে ট্যাক্স দিলে কেউ গাছে পেরেক ঠুকে বোর্ড লাগাতে পারে? মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস বলেন, গাছ কে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েই রবিবার থেকে এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে গাছের গায়ে লাগানো সেই সমস্ত বোর্ড খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করেছি। বিজ্ঞাপন সংস্থাকেও খুলে নিতে বলি, সতর্ক করেছি' কিন্তু কেউ কথা না-মানলে আগামী দিনে বড় ধরণের 'জরিমানার ব্যবস্থা তো আছেই, পাশাপাশি ৫০ টি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে সেই ব্যক্তিকে।

নাম জানাতে অনিচ্ছুক পুলিশ প্রসাশনের এক কর্তা অবশ্য জানিয়েছেন, আমরা সরাসরি এই বিষয়ে কিছু করতে পারি না। বিষয়টি পঞ্চায়েত ও পুরসভা দেখভাল করে। নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে অবশ্যই আমরা খতিয়ে দেখবো।' অভিযোগ না-করলে দেখার কেউ নেই।

কিন্তু তাতে কত বড় সর্বনাশ হচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।মুর্শিদাবাদ জেলার শিমুলিয়া জুনিয়র হাইস্কুলের ভুগোল বিভাগের শিক্ষক স্বরূপ ঘোষ বলেন 'সস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে অনেকেই অজান্তে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে ফেলছেন, যার ফল আমাদের পেতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো ভয়ঙ্কর ভাবে পেতে হবে। কেননা, বর্তমানে গাছ ছাড়া আমাদের পরিবেশ রক্ষা করার আর কেউ নেই। অনেক দেশ সেটা টের পাচ্ছেন এখনই।তাই আমাদের সচেতনতা দরকার।

সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন, সমাজের সর্ব স্তরে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে না উঠলে, গাছে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন লাগানোর প্রবণতা কখনই কমবে না। কিন্তু এই মানসিকতায় বদল আনার দায় প্রশাসনের একার নয়।সকল কে একাগ্রতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।না হলে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বাঁচার কাতর আবেদন করলেও মৃত্যু হবেই হবে। অতএব আগামী দিনে মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েতের মতো রাজ্যের সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েত,পুরসভার গুলির এমন উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

উত্তরের আঙিনায়

পোস্ট অফিসে তালা

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: চাকরি পরীক্ষার কল লেটার সঠিক সময়ে না পৌঁছানোয় পোস্টঅফিস কর্মীদের ভিতরে ঢুকিয়ে পোস্ট অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের নান্দিনা পোস্ট অফিসে এই ঘটনা ঘটেছে।

রিজার্ভেশনের ফর্ম নিয়ে বিক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দীর্ঘদিন ধরেই সমস্যা,আজ তা বিক্ষোভে ছড়িয়ে পড়ল,শিলিগুড়িতে রেলের রিজার্ভেশন কাউন্টারে রেলের রির্জাভেশনের ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না, ফর্মের বদলে সাধারণ মানুষের হাতে দেওয়া হচ্ছে স্ট্যাম্প মারা কাগজ,এই কাগজের লেখা এতটাই অস্পষ্ট যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক জানান ছাপাখানাতে সমস্যার জোরে এই সমস্যা চলছে,খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে,আজ সকালে তৎকালে টিকিট কাটবার সময়ে এক ব্যক্তি ফর্মটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেন কাউন্টারে থাকা টিকিট দেওয়া ব্যক্তিকে কিন্তু তিনি বলতে না চাওয়ায় লাগে ঝগড়া। পরে টিকিট কাটতে আসা এক মহিলা জানান দিনের পর দিন চলছে এই সমস্যা অথচ রেল নির্বিকার। কোনওদিন এসে দেখা যাবে ফর্মই নেই । এইভাবে চললে তো গোটা পরিষেবাই নষ্ট হয়ে যাবে তবে রেল কর্তারা আশা দেখাচ্ছেন দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই সব সমস্যা মিটে যাবে

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শান্তি প্রতিস্থাপনের ওপর তিন দিনের এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হল শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সোমবার সেই কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে অনেক কলেজ ছাত্রছাত্রী যোগ দেয়। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ বিদ্যাবতি আগরওয়ালা। গাছের চারাতে জল দেওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে। খবরের ঘন্টার উদ্যোগে শান্তির ওপর তৈরি হওয়া সঙ্গীত সেখানে পরিবেশন করেন পত্রিকার সহসম্পাদিকা শিল্পী পালিত। পুরো অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ মাইতি।

বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দুঃস্থ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিহারী কল্যাণ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে ২০১৬ সাল থেকে। ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ দেখে এবছর থেকে বাংলা মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীদেরও বিনামূল্যে কোচিং দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি । সোমবার কথাগুলি সাংবাদিক বৈঠক করে জানান সংস্থার সভাপতি বিপীন বিহারী গুপ্তা। প্রসঙ্গত এতদিন ইংরেজি ও হিন্দি মাধ্যম স্কুলগুলির পড়ুয়াদের কোচিং দেওয়া হত। পরবর্তিতে নেপালি ভাষীদেরও এই সুযোগ দেওয়া হয়। এ বছর থেকে চালু হচ্ছে বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে কোচিং। সংস্থার ফর্ম পূরণ করে তা জমা দিলেই এই সুবিধা পাবে দুস্থ পড়ুয়ারা।

ন্যূনতম মজুরির দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির দাবিতে অঞ্চল ভিত্তিক মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি বিড়ি শিল্পের সাথে যুক্ত সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এর আওতায় আনা, অবসরপ্রাপ্ত বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম ৩হাজার টাকা পেনশন সুনিশ্চিতিকরণ, সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদানের আন্দোলনকে সুসংহত করা ও বিড়ি শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবার দাবি সমূহকে সামনে রেখে এবং আগামী ৫ডিসেম্বর কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া লংমার্চে অংশগ্রহণ করার শপথ নিয়ে রবিবার সম্পন্ন হল কোচবিহার জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের কোচবিহার সদর মহকুমা ১২ তম সাংগঠনিক কনভেনশন।

এদিন কোচবিহার শহরের সতীশ ভবনে এই কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ কোচবিহার জেলা সম্পাদক জগজ্যোতি দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ কোচবিহার জেলা সভাপতি তারিণী রায়। এদিনের কনভেনশনে ৮৪জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন গৌরাঙ্গ আদিত্য। পেশ করা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে আলোচনায় অংশ নেন ২১জন প্রতিনিধি। ৫ডিসেম্বর কোচবিহার থেকে শুরু হওয়া লংমার্চকে সফল করার পাশাপাশি আগামী ৮ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে বিপুল অংশের বিড়ি শ্রমিকদের শামিল করার এদিন প্রস্তাব গৃহীত হয় এই কনভেনশন মঞ্চ থেকে। এদিনের কনভেনশন পরিচালনা করেন সদানন্দ ভট্টাচার্য, গোপাল দে এবং প্রবোধ সেনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সংবাদমাধ্যমের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: সাংবাদিক নিগ্রহের তীব্র প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে যুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন দিল কোচবিহার প্রেস ক্লাব। এছাড়াও নিজেদের দলীয় কর্মীদের সংযত করার এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে এদিন তৃণমূল ও বিজেপির কোচবিহার জেলা নেতৃত্বদের কাছে লিখিত ডেপুটেশন দেওয়া হয় কোচবিহার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার তৃণমূল ও বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমকে। এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর ভয়াবহ আঘাত। চলতি মাসের ২৩ তারিখ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২নং ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া চলছিল বক্সিরহাট এলাকায় অবস্থিত তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বক্সিরহাট বাজার সংলগ্ন ছোট লাউকুঠি এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে পড়ে নিগৃহীত হতে হয় রাজীব বসাক, বাসুদেব ধর, গোপাল সরকার ও দেবজ্যোতি সাহা -র মতো চারজন সাংবাদিককে। তাদের এই আক্রমণে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় সাংবাদিক রাজীব বসাককে।

এদিনের এই ডেপুটেশন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র, সভাপতি অঞ্জন চক্রবর্তী সহ কোচবিহার প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্য এবং নিগৃহীত সাংবাদিক রাজীব বসাক। এদিন কোচবিহার প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র বলেন, এই নিন্দনীয় ঘটনার সাথে যুক্ত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয়েছে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে এর পাশাপাশি আগামীতে যাতে এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় সংবাদমাধ্যমের কোনও কর্মীকে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবার জানানো হয়েছে পুলিশ সুপার সন্তোষ নিম্বালকর কে। এছাড়াও তৃণমূল এবং বিজেপি নেতৃত্বদের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে বলা হয়েছে তারা যাতে নিজেদের দলীয় কর্মীদের সংযত করেন। তিনি বলেন, কোচবিহার পুলিশ সুপারকে দেওয়া ডেপুটেশনের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। একই সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতিকে দেওয়া ডেপুটেশন এর প্রতিলিপি তাদের দলনেত্রী ও বিজেপিকে দেওয়া ডেপুটেশনের প্রতিলিপি তাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

তুফানগঞ্জ ২ নং ব্লকে ফের পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: ফের পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন নিয়ে উত্তেজনা কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নং ব্লকে। শনিবার অসম-বাংলা সীমান্তের বক্সিরহাট এলাকায় তুফানগঞ্জ ২ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণে বারোকোদালি-২ ও মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ বাঁধে। তার জেরে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঝামেলার সূত্রপাত হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলকে কেন্দ্র করে। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছিল বিজেপি ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নামানো হয়েছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। তৈরি রাখা হয়েছিল র‍্যাফও। বোর্ড গঠন চলাকালীন এবং শেষে দু'পক্ষের মধ্যে চলে পাথর বৃষ্টি। দফায় দফায় সংঘর্ষ বাঁধে বক্সিরহাটের বিডিও অফিস এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ।

এদিনকে দুই পক্ষের তুমুল গোলমালের মধ্যে দিয়েই ব্লক কার্যালয়ের ১৩ আসন বিশিষ্ট বারোকোদালি- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়। ১৩ জনের মধ্যে ১০ পঞ্চায়েত সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নেয়। প্রধান হিসেবে শপথ নেয় সুমন বর্মণ ও উপ-প্রধান হয় সন্তোষ পাল।

অন্যদিকে ১০ আসন বিশিষ্ট মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ সদস্যের উপস্থিতিতে ভোটাভুটিতে প্রধান হন মীনাক্ষী সরকার বর্মণ ও উপ প্রধান হয় সঞ্জীব অধিকারী। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দখল করে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস।

লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার সহ গোটা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের পরাজয় ঘটে। এর পরেই দলে দলে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা দলছুট হয়ে বিজেপির পতাকা কাঁধে তুলে নেয়। কয়েক মাস যেতে না যেতেই ফের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে আলিপুরদুয়ারের অন্তর্ভুক্ত তুফান গঞ্জ ২ নং ব্লকের বারোকোদালি-২ ও মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও ভগীরথ হালদার জানিয়েছেন, এদিন এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৩ আসন বিশিষ্ট বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন চলাকালীন ১০ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সুমন বর্মন প্রধান মনোনীত হয়েছেন। সন্তোষ পাল উপপ্রধান হয়েছেন। ১০ আসন বিশিষ্ট মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের সময় ৯ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রধান ও উপপ্রধান হয়েছেন যথাক্রমে মীনাক্ষী সরকার বর্মন ও সঞ্জীব অধিকারী।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের পালা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা সুরেশচন্দ্র বর্মন বলেন, ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বোর্ড প্রক্রিয়া চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা গোলমাল বাধাতে তীর ধনুক, কাটা পাথর নিয়ে আক্রমণ করে। এমনকি নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

যদিও বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র সংযোজক উৎপল দাসের অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড দখল করতে তৃণমূল আগ্নেয়াস্ত্র সমেত বহিরাগতদের জমায়েত করেছিল বিডিও অফিস চত্বরে। তারাই গোলমাল করেছে। নিরীহ বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করছে।' পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তারা অবৈধভাবে এসব করেছে বলে উৎপলবাবুর অভিযোগ। এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০১৯

মহা শিক্ষা

ভ্রষ্টাচার ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজেপির মহা অ্যাজেন্ডা উড়ান মুখ থুবড়ে পড়ল মহারাষ্ট্রে। নির্বাচনে জনসমর্থনের সংখ্যায় সবচেয়ে বড় দল হিসাবে উঠে এলেও সেই তিন 'পারিবারিক' দলের কাছে পরাস্ত হতে হল রাজনীতির কৌশলে। রাজনীতিতে হার–জিত অবশ্যম্ভাবী। কোনোটাই অগৌরবের নয়। কিন্তু চরিত্র হারালে তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। গদির লোভে ভ্রষ্টাচারে অভিযুক্ত অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে মহারাষ্ট্রে সেটাই হল বিজেপির। ক্ষমতা ও চরিত্র দুই হারিয়ে রাজনীতির কুরুক্ষেত্রে উরু ভাঙা কৌরবের মতো একা পড়ে আছে পরাক্রমশালী বিজেপি।

কুর্সি নিয়ে বহু কিসসা দেখেছে ভারতবর্ষ। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীর দুর্ভাগ্য তাদের জনসমর্থন নিয়ে এবার যা হল তা বিরল ঘটনা। যে দুই দলের জোটকে জনসমর্থনে এগিয়ে রাখল রাজ্যবাসী তারা দুজনেই নিজেদের 'চরিত্রহীন' বলে প্রমাণ করল। হিন্দুত্বের প্রশ্নে যে কংগ্রেসকে শাপ শাপান্ত না করে জল খেত না শিবসেনা আজ তারাই তার সঙ্গী। আর বিজেপি ভ্রষ্টাচারে অভিযুক্ত অজিতকে ছুঁয়ে অস্পৃশ্য হয়ে গেল মোদী জমনায়।

এখন প্রশ্নে উঠেছে এই চরিত্র বদল কেন? নিজেদের গদির লোভে না জনগণের স্বার্থে। কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম বলছে কৃষকদের জন্য ঋণ মকুব ও কর্মসংস্থানে মহারাষ্ট্রীয়দের সংরক্ষণ দুটিই চটজলদি সস্তা জনপ্রিয়তা ছাড়া কিছুই নয়। আসলে চাই কৃষকদের প্রকৃত উন্নতি। কর্মসংস্থানে আঞ্চলিকতা বাদ আসলে মহারাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে যাবে তা ভবিষ্যতই বলবে। অনেকে বলছেন রামমন্দির তৈরি ইস্যুতে শিবসেনা কংগ্রেস সমস্যা তৈরি করতে পারে। কিন্তু তা না হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই রামমন্দির তৈরিকে খোলাখুলি সমর্থন করেছে। এত নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেও বিজেপি কিছুটা স্বস্তি পাবে বাবরি ভাঙার শাস্তি চেয়ে আর হয়ত পথে নামবে না কংগ্রেস। তাতে বিগড়ে যেতে পারে শিবসেনা জোট।

শপথের পরে উদ্ধব যে প্রশ্নের মুখোমুখি হন তা হল তিনি হিন্দুত্ব ছেড়ে সেকুলার হয়ে গেলেন। প্রত্যুত্তরে প্রশ্নকর্তা সাংবাদিককে উদ্ধবের প্রশ্ন ছিল সেকুলার কাকে বলে? অর্থাৎ জোট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এখন সেকুলারের সংজ্ঞা পাল্টে গিয়েছে। সোনিয়া–রাহুলের মহারাষ্ট্র জোট নিয়ে নাক সিঁটকানোর কারণও সম্ভবত এটাই। কংগ্রেসের ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি নিয়ে আশঙ্কিত মা ও ছেলে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিন তালাক বিল পেশ, ৩৭০ ইারা বিলোপ, অযোধ্যা রায়ের পর মোদী শাহের প্রসারিত বক্ষ অনেকটাই চুপসে দিয়েছে ফড়নবিশ– অজিত শেঠ। এখন তাঁরা বুঝেছেন সরকার না হয় না হোক এমনটা না হলেই ভালো ছিল। শিবসেনার তীরে শহিদ হওয়ার যে সুযোগ এসেছিল সেটা হারিয়ে গেছে এক রাতের মোহে। এটাই মহারাষ্ট্রের মহা শিক্ষা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিলে 'আমি ইহা করিতেছি, উহা করিতেছি' এই বোধ কখনো থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বলে যে, যদি এই 'অহং'–বোধ না থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব–বোধ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে। আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি, অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহং বোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে

সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম পাচক যে সকল খাদ্যবস্তু লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্য বোধসকল তিরোহিত হয়। এইরূপেই তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন না, এইরূপ কর্ম সম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহারা এইভাবে কর্ম করেন, তাঁহরা নিজের জন্য কখনো কিছু করেন না।

প্রত্যেক কর্মের ফলই শুভাশুভ–মিশ্রিত। এমন কোন শুভ কর্ম নাই, যাহাতে অশুভের কোন স্পর্শ নাই। অগ্নির চতুর্দিকে যেমন ধূম থাকে, তেমনি কর্মের সহিত কিছু অশুভ সর্বদাই থাকে। আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যাহা দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না, অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহা বিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত।

ফেসবুক বার্তা

যারা সংবিধান দিবস পালন করে তারা কতটুকু সংবিধান মানে?

নির্মল গোস্বামী

আগামী ২৬ নভেম্বর সংবিধান প্রণয়ন দিবস। এই উপলক্ষে রাজ্য বিধানসভায় আগামী ২৬–২৭ নভেম্বর দুদিনের বিশেষ অধিবেশন হবে। আবার রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপাল ঘটা করে সংবিধান দিবস পালন করবে।

সংবিধান আমাদের অধিকারের রক্ষা কবচ। সংবিধানের বিধি বাইরে গিয়ে শাসকরা শাসন করতে পারেন না। এই সত্যটাই স্বাধীনতার পর থেকে আম জনতা শুনে আসছে। সংবিধানের একটু ক্ষুদ্র অংশে সাধারণ মানুষের কথা বলা আছে। ওই মৌলিক অধিকারের বিধি সমূহ। তারপর সবটাই কিন্তু দেশের রাজনীতিকদের জন্য। এক কথায় শাসকদের জন্য।

আজ সে শাসন করছে তার জন্য এবং আগামী কাল যে শাসক হবে তার জন্য। তাহলে প্রশ্ন হল যাদের জন্য সংবিধান তারা কতটুকু মন থেকে নীতিগতভাবে মাথায় রেখে শাসক করবে। কিন্তু সংবিধান তাদের প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করে অনেক সতর্কভাবে তাদের পা ফেলতে হয়। তাহলে যে সংবিধান শাসনকার্যে বাধা সৃষ্টি করে তাকে কি শাসকরা মন থেকে মানতে পারে? সংবিধান রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের সীমা নির্দেশ করে নিয়েছে। তবুও কেন্দ্র ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন সারা দেশটা আমার মতো করে যদি চালাতে পারতাম। আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভাবেন আমি স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছি না পদে পদে কেন্দ্রীয় আইনের বাধা। রাজ্যের আয়ের অর্ধেক টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার উপর যদি ধনখড়ের মতো সক্রিয় রাজ্যপাল থাকে, তাহলে মনসা পুজোয় ধুনোর গন্ধের মতো হয়। এই ভাবটা হলো মনের সত্যভাব। আর মুখের ভাব হল ঘটা করে সংবিধান দিবস পালন করে লোক দেখানো যে, দেখ আমরা দেশকে কত ভালবাসি, দেশের সংবিধানকে আমরা দেবতা জ্ঞানে পুজো করি।

আমাদের দেশে যে কোনও আইন তৈরি হয় সংবিধান সম্মতভাবে। সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য বা সংবিধান সম্মত নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে এমন আইন প্রণয়ন করা যায় না। কোনও সরকার সে রকম আইন করলেও সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ তা বাতিল করে দেবে। ফলে এর থেকে প্রমাণ হয় যে আইন মানা মানে সংবিধান মানা।

এই কিছুদিন আগে পরিবেশ আদালতের রায়কে লবডঙ্কা দেখিয়ে একদল মানুষ স্রেফ গুণ্ডামি করে গেল। যাদের হাতে আইন রক্ষার দায়িত্ব তারা দেখল রবীন্দ্র সরোবরের ১৩টা তালা ভাঙল। এই রাজ্যের বিধানসভা, মুখ্যমন্ত্রী। ২৯৪ জন এমএলএ, ৪২ জন এমপি পুলিশ প্রশাসন কে কী করল? আদালত অবমাননা হল, সংবিধান অবমাননা হল। একজনও গ্রেফতার হল না শাস্তি হওয়া তো দূরের কথা। সেই বিধানসভায় যখন ঘটা করে সংবিধান দিবস পালন হয়। তখন আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

রাজ্যের নেতা, মন্ত্রী, এমপিরা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নিচ্ছে এ দৃশ্য সারা পৃথিবী দেখল। আইনের শাসন প্রয়োগ করে বলে যারা সংবিধানের শপথ নেয়। তারা যদি সত্যিই আইনের শাসনের মানসিকতা থাকত তাহলে আমরা দেখতাম ওই ভিডিওটা সত্য কি না তার তদন্ত করে দোষীদের আইন মোতাবেক শাস্তি হতো। কিন্তু আমরা দেখলাম তার উল্টোটা। তদন্ত তো হলই না, উল্টে তদন্ত যাতে না হয় তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। ১১ কোটি জনগণের করে টাকা খরচ করল। এবার মনে করি সাধারণ পাবলিক একজন আর একজনের থেকে কিছু পাইয়ে দেবে বলে ঘুষ নিয়েছে। তার ভিডিও রেকর্ড সহ থানায় জমা দিল। তখন থানা কী করবে না ভিডিওটা ঠিক কি না সে বিচার করে কেস দেবে বা শাস্তি দেবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু রেহাই পাবে না। তাহলে রাজনীতির লোকেরা, নেতারা ক্ষমতা এই জন্যই চায় যাতে সে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারে। আইনকে ফাঁকি দেবার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে নেতাদের। সেই তারাই আবার সংবিধান মাথায় করে ঘোরে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার সংসদে প্রণাম করে ঢুকলেন। সারা দেশ সেই দৃশ্য দেখে আপ্লুত। আসলে প্রধানমন্ত্রীর মনের ভাবটা ছিল– হে সংসদ তুমি আমাকে ক্ষমতা দিয়েছ যা ইচ্ছা তাই করার। তোমার অভ্যন্তরে চেয়ার বসেই তোমার রীতিনীতিকে যতটা পারি লঙ্ঘন করব– তাই আগে ভাগে প্রণাম করছি।

পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র মাত্রেই জানে যে প্রধানমন্ত্রী বা সরকার তার কাজ কর্মের জন্য একমাত্রা পার্লামেন্টের কাছে দায়ী। সরকারের কাজকর্মের জবাব দিহি করতে হয় সংসদের কাছে। সংসদে পাশ হওয়া কোনও আইন যদি সংবিধানে বর্ণিত কোনও ধারা লঙ্ঘন করে তখন সুপ্রিম কোর্ট তার যথার্থতা বিচার করার অথরিটি হয়। সংসদের অন্য কাজের বিচার সুপ্রিম কোর্ট করে না। রাফালের খরিদ্দারিতে বেনিয়ম হয়েছে– এই দাবি নিয়ে সরব বিরোধীরা বেনিয়ম যে হয়েছে তা জলের মতো পরিষ্কার। তার প্রথম কারণ পূর্বতন সরকারের নির্ধারিত দামের থেকে অনেকগুণ বেশি দাম পড়ছে। দ্বিতীয় কারণ এদেশে রাফালের সহযোগী রাষ্ট্রীয় সংস্থা হ্যালের পরিবর্তে ১৪ দিনের কোম্পানি অনিল আম্বানির কোম্পানিকে নির্বাচন করা। যে কোম্পানি কোনও দিন বিমানের একটা নাটও তৈরি করেনি– সে পেল অর্ডার। আর যারা যুদ্ধ বিমান তেজস তৈরি করেছে তারা হল ব্রাত্য।

এর পিছনে কি জাদু আছে তা বুঝতে খুব বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন পড়ে না। ভারতীয় রাজনীতিকদের স্ক্যাম করাটা স্বাভাবিক ঘটনা। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য যে মুখে সংবিধান আইন এই সবের নাম নেয়। রাহুল গান্ধি বললেন, চৌকিদার চোর হ্যায়। মাঠে, ময়দানে, জনসভায় প্রচারের হাতিয়ার করে তুলল। এতো বড় অপবাদ। কিন্তু কেউ রাহুল গান্ধির নামে মানহানির মামলা করল না। কেন? কারণ কেঁচো খুঁড়তে গেলে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয় ছিল। বিজেপি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিকে দিয়ে তদন্ত করাতে রাজি নয়। তখনই বিজেপির দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

> **আমাদের দেশে যে কোনও আইন তৈরি হয় সংবিধান সম্মতভাবে। সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য বা সংবিধান সম্মত নাগরিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে এমন আইন প্রণয়ন করা যায় না। কোনও সরকার সে রকম আইন করলেও সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ তা বাতিল করে দেবে। ফলে এর থেকে প্রমাণ হয় যে আইন মানা মানে সংবিধান মানা।**

রাহুল অগত্যা রাফাল তদন্তের জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হয়।

কিন্তু কোর্ট তো বিচার করে তথ্য প্রমাণের উপর। বিরোধীদের হাতে তথ্য কোথায়? কোর্ট বলল দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বিজেপি উল্লসিত এতোটাই যে তাদের কর্মীরা বঙ্গের কংগ্রেস অফিসে ভাঙচুর করল। এতো দিন ভয় ছিল কি হয় কি হয়। আমি দুর্নীতি করছি কিনা সেটা যেন আমি জানিনি। কোর্ট বলে দিল তুমি দুর্নীতি করো নি। আমি যদি জানি আমি নির্দোষ তাহলে জেপিসি করতে ভয়টা কিসের?

সংসদের নেতার প্রতি যদি সংসদদের সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের সন্দেহ দূর করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। আর সেই দায়িত্ব বর্তায় সভার সভাপতির উপর। সভার সভাপতির দায়িত্ব সদস্যদের সন্দেহ দূর করার। এইটাই সংবিধান সম্মত সংসদীয় রীতি। সন্দেহের হেতু থাক বা না থাক। হেতু যদি থাকে তাহলে তো কথাই নেই। আর হেতু যদি নাই থাকে তাহলে তো পিছিয়ে আসার কোনও কারণই থাকতে পারে না। আগুনে পুড়ে সোনা তো আরও খাঁটি হয়। সংসদীয় পদ্ধতিকে এড়িয়ে আমাদের নেতারা ভোটে জেতাকেই কলঙ্ক মোচনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন। সংবিধান প্রদত্ত ভোটাধিকারকে দল ও দলের নেতারা অবলীলায় কেড়ে নেয়। ভোটে না দাঁড়াতে পারে বিরোধীরা তার ব্যবস্থা হয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে। সেই নেতারা প্রশাসনের কর্তারা যখন সংবিধান দিবস পালন করে তখন কুমিরের কান্না বলেই মনে হয় না কি? তাই সংবিধান মর্যাদা রক্ষা কিংবা প্রকৃত আইনের শাসন তখনই সম্ভব যখন দেশের জনগণ সচেতন হবে। নেতাদের ভুলের বিরোধিতা করবে দলমত নির্বিশেষে। দুর্নীতিবাজ নেতাদের জমানত জব্দ করার প্রতিজ্ঞা করবে। এক কথায় সক্রিয় জনমতই পারে দেশের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে। কোনও দল নয়।

ব্যালাড অফ পেট্রিয়টিজম

অমিতাভ সেন

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু পরিবারের উত্তরসূরী সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক প্রশান্তকুমার বসু একটা দামী বই লিখেছেন Asia Reborn। একটা ঘটনার কথা লেখা আছে যা আমার কাছে অভিনব। ক্ষুদিরামের ফাঁসীর পর লন্ডনে ভারত সংক্রান্ত বিষয়ের অ্যাডিশ্যনল সেক্রেটারী উইলি কার্জন জঘন্য অপমান সূচক কথা বলে। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটির সদস্য শ্রীমান মদনলাল ধিঙরা দায়িত্ব নিলেন– প্রতিশোধ নিতে হবে। কার্জন যখন একটা মিটিং থেকে বেরিয়ে আসছে– আস্তিনের তলা থেকে তীক্ষ্ণ ছোরা বার করে গলার নীচে বসিয়েছেন, ছাতি চিরে পেট পর্যন্ত টেনে আনেন। সাহেব কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়ে। মদনলাল উচ্চতায় ছিলেন এক ফুট বেঁটে। মনঃসংযোগ এবং একাগ্র দেশপ্রেম কতো প্রবল হলে এই লক্ষ্যভেদে সফল হওয়া যায় তা অচিন্ত্যনীয়। দুমাসের মধ্যে ফাঁসী হয়ে যায়। চিরবিদায়ের আগে তাঁর শেষ সংলাপ ছিল ভারত মাতার প্রতি : খুব গরিব মায়ের কোলে জন্ম নিয়েছিলাম। তোমাকে দেবার মতো কিছুই আমার নেই। যে রক্তটুকু পেয়েছিলাম আজ তোমার চরণে দান করে গেলাম। বন্দে মাতরম! উইনস্টাইন চার্চিল এক কলামে এই উদ্ধৃতি Quote করে মন্তব্য করেছিলেন– ballad of Patriotism.

এই বীরকাণ্ডে উঠে আসে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাম। বিচারের জন্য জাহাজে করে তাঁকে বোম্বাই আনা হচ্ছিল। ইংলিশ চ্যানেলের হিমশীতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাতরে ফরাসী তীরে উঠে ছিলেন। ইংরেজ পুলিশ ফরাসী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রেফতার করে এবং পঞ্চাশ বছর কালাপানির হুকুম হয়। তাঁর সঙ্গে জাহাজের ডেকে খুনে, ডাকাত অনেক অপরাধী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি যেখানে বসেছিলেন পাশেই ছিল একটা সুদৃশ্য পাথরের বিরাট ফুলদানী। একটু ঝিমুনি এসেছিল। একটা তীব্র দুর্গন্ধ তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। দেখেন ফুলের ভাস অন্য অপরাধীরা সারা রাত ধরে মলমূত্রে ভরিয়ে তুলেছে। আপার ইন (upper inn) এর ব্যারিস্টর বুঝতেই পারলেন কোন প্রভাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। সেলুলার জেলের অফিসর যখন ব্যঙ্গ করে বল্লে— 50 years conviction; তখন বীর সাভারকর সমান হেসে জবাব দিয়ে ছিলেন ততদিন তুমি থাকবে তো?

শ্রীধনঞ্জয় কীর নামে এক ইতিহাস গবেষক বীর সাভারকর এর এক মূল্যবান জীবনী লিখেছেন। শরীরে ডান্ডা– বেরি, চাবুকের ঘা, এক কলসী জলে শৌচ পান স্নান সব সারতে হবে। তার ওপর কলুর ঘানি এবং কয়েক মন নারকোল ছোবড়া ছাড়ানো– এসব বর্ণনা পড়তে পড়তে চোখে জল যদি না আসে তাহলে বুঝতে হবে যে পাঠক হয় রাহুল গান্ধির চ্যালা কিংবা দেশদ্রোহী কম্যুনিস্ট। চাকুরী সূত্রে কয়েকমাস পোর্ট ব্লেয়ারে ছিলাম। সময় সুযোগ পেলেই সেলুলার জেলের লাইব্রেরি, আর্কাইভস, রেকর্ড রুমে যেতাম। একটা জিনিস নজর করেছি– বীর যে সেলএ থাকতেন সেখান থেকে ফাঁসীর জোড়া মঞ্চ পরিস্কার দেখা যায়। দিনের পর দিন মানুষ ফাঁসীতে ঝুলছে– এ দৃশ্য বীরকে এগারো বছর ধরে দেখতে হয়েছে। মানসিক দুবর্লতা সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে মাথা নীচে ওপরে পা বেঁধে সারাদিন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, মূল ভূখণ্ডে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ব্যরিস্টর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সাভারকর এর সহপাঠী ও সরোজিনী নাইডুর অনুজ) বন্ধুর মনোবিকলতা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহু পত্রাচার করেছিলেন। জেলের এক সেন্ট্রি এক মর্মান্তিক সংবাদ পাচার করে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এক কৃষি আন্দোলনের নেতাকে সেলুলার এর কালা কুঠরীতে রাখা হয়েছিল । ফাঁসী কবে হবে ঠিক ছিল না। ওর্য়াকশপে যাতায়াতের পথে প্রতিদিনই বাক্য বিনিময় হতো। কালো কুচকুচে রং, ২৪–২৫ বছর বয়স, পেশী বহুল সুন্দর চেহারা, সর্বদা হাসিমুখ। বীর– এর সংগে নমস্কার বিনিময় করতো– এই অপরাধে without any prior notice সকালে তাকে ঝুলিয়ে দেয় সভ্য ইংরেজ জেলার। তাকে কালো ঠুলিও পড়ানো হয়নি। হাসি মুখে সে মাথা নীচু বীরকে করে শেষ নমস্কার জানায়–মুখে তখনও হাসি। সাভারকার অজ্ঞান হয়ে যান।

এই পরিস্থিতিতে ইউরোপে বীর এর ব্যরিস্টর বন্ধুরা ছাড়াও তদানীন্তন জাতীয় নেতারা অনেকে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ এবং ভাইসরয়এর ওপর বীরের মুক্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিঠলভাই প্যাটেল, রবীন্দ্র ঘনিষ্ঠ সিএফ এন্ড্রুজ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইংলন্ডেশ্বরীর মহানতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অধীন বহু রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় (General Amnesty)। এই সূত্রে বঙ্গের মহান বিপ্লবী অনেক নেতা যেমন গণেশ ঘোষ (পরবর্তী কালে CPM এর MP)এ উপেন্দ্রনাথ স্যান্নাল (নির্বাসিতের আত্মকথার লেখক) মুক্তি পান। শুধু মুক্তি দেওয়া হয় না বিনায়ক দামোদর ও গনেশ দামোদর সাভারকারকে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ই গণেশ (১৯১১ সালে বন্দী) জানতে পারেন তার অনুজ বিনায়ক সেলুলার জেলেই রয়েছেন। মূল ভূখন্ডে ফিরে আসা মুক্তি প্রাপ্ত বিপ্লবীরা (বিশেষত পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের) সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য প্রায় আন্দোলনই শুরু করেন। এতে নেতৃত্ব দেন মহাত্মা গান্ধী। ২৬.৫.১৯২০ ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় 'সাভারব্রাদার্স' নামে প্রবন্ধ লেখেন : যেহেতু সাভারকার ভাইয়েরা ইতিমধ্যেই দীর্ঘ সময় জেলে কাটিয়েছে ও ওদের স্বাস্থ্য দৃষ্টি কটু ভাবে ভেঙে পড়েছে– সুতরাং পুরো বিষয়টি অন্যভাবে দেখা দরকার।

> **শ্রমিক আন্দোলনের কাজে বেশ কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন ট্রেন সওয়ার হয়ে। একজন CPI তরুন MP ঠেংড়ীজিকে জিজ্ঞেস করেন,– What is RSS? অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি– একে গোপালন সেই তরুণ এমপিকে প্রশ্ন করেন, You Do not know about RSS? তিনি অকপটে বলেন সত্যিই তিনি RSS সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। গোপালন তাঁকে তিরস্কার করেন, without knowing RSS, you have become a MP এর অর্থ ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কিছু জানকারী তোমার থাকতে পারে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমি এক্কেবারেই অজ্ঞ।**

বিভিন্ন সূত্রে বিনায়ককে বোঝানো হয় যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন বীর শিবাজীও করেছিলেন। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন রণে কৌশল অবলম্বন করা অসংগত নয়। মোট চারবার আবেদন করতে হয়েছিল। 'রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা চলবে না'– এই রকম প্রতিশ্রুতি দেবার পরই দুই ভাইকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং রত্নগিরি জেলে সাধারণ কয়েদীর মতো ১৯২৪ পর্যন্ত বন্দী রাখা হয়। পূর্ণ মুক্তি পান ১৯৩৭ সালে। এর আগে জাত পাত, অস্পৃশ্যতা বর্জন বহু সামাজিক বিষয়ে লেখা বক্তৃতা আন্দোলন করতে থাকেন। হিন্দুত্ব নামক এক রচনায় বলছেন : রামধনু যেমন সব রংয়ের সমন্বয়ে অতি সুন্দর পটচিত্র হয়ে ওঠে, ভারতও সর্বধর্মের সমন্বয়ে রামধনু রাষ্ট্র, যেখানে হিন্দুত্বের মধ্যে আর্ন্তনিহিত রয়েছে ইসলাম, ইহুদি, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন বৌদ্ধ সংস্কৃতির গুণাবলী।

বিনায়ক সাভারকার হচ্ছেন নেই মানুষ যিনি সুভাষকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভারত ছেড়ে জাপান চলে যাবার জন্য। যেখানে বিপ্লব নায়ক রাসবিহারী তাঁর সাধনক্ষেত্র তৈয়ারি করে রেখেছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সুভাষের নেতাজি পর্যায়ে উত্তরণের পেছনে বীর সাভারকারের একটা ভূমিকা ছিল। তিনি বলেছিলেন Hindu–ise military & Militarise Hindoos যুবকরা যুদ্ধ বিদ্যা শিখেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই INA বাহিনীতে এসেছিল। যেমন Lt. P. N Oak যিনি পরবর্তী জীবনে ইতিহাস চর্চা করেছিলেন, তাজমহল হিন্দু শিবমন্দির প্রমাণ পেশ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে যে নৌসেনারা বিদ্রোহ করেছিল তারা সকলেই বীর বিনায়কের আর্শীবাদ ধন্য। আবার যে ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট পাকিস্তানী কাবাড়িদের ১৯৪৮ সালে খেদিয়ে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে ছিল বীরএর যোগাযোগ। ১৯৬২ সালে চিনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে Indian Air Force কে ব্যবহার করার আবেদন করে ছিলেন। ডিক্টেটর নেহরু তাতে কান দেয়নি। বিশাল ভারত ভূখন্ড আজ চিনের দখলে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

এইরকম এক মহামানবকে কম্যুনিস্ট এবং নেহরুভিয়ন ঐতিহাসিকরা মুখ খারাপ করে– গদ্দার, traitor; সেই অপরাধে তারা উচ্ছন্নে গেছে। কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদ, রণদিভের মতন বাম নেতারা অতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প. পূ. দত্তোপন্থ ঠেংড়ীর কাছে একটা বাস্তব ঘটনা শুনেছিলাম। শ্রমিক আন্দোলনের কাজে বেশ কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন ট্রেন সওয়ার হয়ে। একজন CPI তরুন MP ঠেংড়ীজিকে জিজ্ঞেস করেন,– What is RSS? অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি– একে গোপালন সেই তরুণ এমপিকে প্রশ্ন করেন, You Do not know about RSS? তিনি অকপটে বলেন সত্যিই তিনি RSS সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। গোপালন তাঁকে তিরস্কার করেন, without know–ing RSS, you have become a MP এর অর্থ ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কিছু জানকারী তোমার থাকতে পারে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তুমি এক্কেবারেই অজ্ঞ। এর পর গোপালন সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম, হিন্দুত্ব থেকে শুরু করে ভারতের ইতিহাস, RSSএর ভূমিকা প্রভৃতি বলতে থাকেন। এটাও জানান জাতীয় সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদীদের ভূমিকা কতো মহান ছিল। স্বয়ং লেনিন লন্ডনে এসে সাভারকারের অতিথি হয়েছিলেন অন্ততঃ পাঁচবার। পত্রালাপ ও চলতো। পঃ পূঃ ঠেংড়ীজি বলেছেন– পরবর্তী সাড়ে তিন ঘন্টা গোপালন সাহেব বলে গেলেন, আমার শোনা বেস্ট লেকচারের মধ্যে এটা অন্যতম। মনে হলো যেন গঙ্গা স্নান করছি।

বীর সাভারকরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি বহুদিন ধরে জানাচ্ছিলেন হিন্দু হৃদয় সম্রাট বালা সাহেব ঠাকরে। যে পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি শিবসেনা সংগঠন তৈরি করেছিলেন, আজ তাঁর সন্তান সোনিয়া গান্ধির পদলেহন করছে। নাথুরাম গডসের হঠকারিতা কেউই সমর্থন করে না, কিন্তু বালাসাহেব তাঁকে দেশদ্রোহী মনে করতেন না। এত স্পষ্ট করে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। ডঃ মনমোহন সিং একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে স্বর্গারোহনের পর সাভারকর স্মরণে পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। কিন্তু এটা বলেন নি যে ৬০ দশকে সাভারকর পরিবারের স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করেছিল কংগ্রেস। একাজে ইনস্ট্রুমেন্টাল ছিলেন মোরারজী দেশাই। সেই সময় ইন্ডিকেট–সিন্ডিকেট (নব–আদি কংগ্রেস) লড়াই চলছিল। ইন্দিরা (নব) এবং মোরারজী (আদি) মুখ। ইন্দিরার বিনায়ক ভাবনা একটা ছলও হতে পারে। ছল তো বিনায়ক সাভারকরও করেছিলেন– তবে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল। এই শিকল পরেই শিকল তোদের কোরবো রে বিকল।

গঙ্গাসাগর মেলায় ভিলেন হতে পারে মুড়িগঙ্গার পলি

প্রথম পাতার পর

তিন–চার মাস অন্তর করতে হয়, পলিটা জমলে তবেই তা কাটা সম্ভব। আবার দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে। আশাকরি সমস্যা হবে না। মুড়িগঙ্গা ছাড়া অন্য কি বিকল্প পথ হচ্ছে? বঙ্কিমবাবু জানালেন, প্রতিবছরের মতো নামখানা–চেমাগুড়ি নদীপথেও এবারে যাত্রী চলাচল হবে। চেমাগুড়িতেও পলি কাটার কাজ শুরু হচ্ছে। সেচ দফতর ওখানে আলাদা টেন্ডার করেছে। তবে মূলতঃ মুড়িগঙ্গা নদীপথেই অধিকাংশ তীর্থযাত্রী চলাচল করবে। বঙ্কিম হাজরা আরও জানালেন, এবারের গঙ্গাসাগর পরিবেশ বান্ধব মেলা হবে। সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিকমুক্ত করা হবে। প্লাস্টিকের বদলে কাগজের ঠোঙা, কাপ, প্লেট ব্যবহার করা হবে। বঙ্কিমবাবু আশাবাদী এবারের মেলা আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হবে। তীর্থযাত্রীদের সবরকম সুবিধা দেবে রাজ্য ও জেলা প্রশাসন।

বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সীমান্তপারে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এইসব দেশের যেসব সংখ্যাগুরু মানুষ ভারতে এসেছেন বা আসছেন, তারা নাগরিকত্ব পাবেন না। কারণ তারা ধর্মীয়, সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে সে সব দেশে অত্যাচারিত নন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ হয়েছিল, তখন সেই রেজুলিউশনেই এটা বলা হয়েছিল। এমনকি রাষ্ট্রসঙ্ঘেও এই মর্মের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।'

বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, দেশটাতো ভাগ হয়েছিল ধর্মের উপর ভিত্তি করেই। এনআরসিতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ এটা ভারত সরকারের একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সমস্ত উন্নত দেশগুলিতেই এনআরসি আছে। তবে আমাদের দাবি হল, বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দুরা ভারতে আসছেন, তাদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান করতে হবে। এই দেশ বাঁচানোর জন্যে ওপার বাংলা থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা আসছেন তাদের স্বীকার করা হবে প্রথম কাজ। কারণ এদের স্বীকার করা মানেই স্বাধীনতার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করা। আর এদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা মানেই আর একবার বিশ্বাসঘাতকতা করা। স্বাধীনতার সত্তর বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও বে–নাগরিক হয়ে আমরা জীবন যাপন করছি। এর থেকে জাতীয় কলঙ্ক আর কিছু হতে পারে না। কারণ এই ভারতের স্বাধীনতার জন্যেই আমাদের বাপ–ঠাকুর্দারা লড়াই সংগ্রাম করেছেন।'

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বস্তি উন্নয়ন সেলের সহ আহ্বায়ক তথা রাজ্য স্বাস্থ্য সেলের সদস্য ডাঃ সুভাষ রায় বলেন, 'এনআরসির বাংলা হল, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ সহ সমস্ত উন্নত দেশেই আছে। ভারতের মতো তৃতীয় দেশগুলিতে এটা নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা চিল না। কারণ দারিদ্র্য, অশিক্ষা সহ বিভিন্ন নানান কারণে এটা কেউ করত না। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই দেশকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটা নিয়ে বিতর্কের কারণ হল, একটা শ্রেণির মানুষ পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক কারণে বিতর্ক সৃষ্টি করছে। আর একটা ধরনের মানুষ অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে বিতর্ক তৈরি করছে। এই সঙ্গে রয়েছেন এক শ্রেণির সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা।' বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নের জনৈক নেতৃত্ব রাজদীপ দাস বলেন, 'এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মানুষ এনআরসি নিয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আতঙ্কিত করছে। এনআরসি তো পরবর্তী পদক্ষেপ। আগে তো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (ক্যাব)। অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। আজ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের কার্ড আছে। কিন্তু নাগরিকত্ব–এর কার্ড নেই। এই কার্ডটা হলে তো আর কোনও কার্ডের দরকার পড়ে না। এটাই তো সব থেকে বড় জাতীয় পরিচয়পত্র। যা সমস্ত উন্নত দেশগুলিতে আছে। এই কার্ডটা হলে তো নাগরিকত্বের সব সুযোগ–সুবিধা পাওয়া যাবে।

উপনির্বাচনে হার বিজেপির

প্রথম পাতার পর

ব্লকে ব্লকে রাত জেগে মানুষ রেশন কার্ড সংশোধনের জন্য লাইন দিচ্ছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড নিয়ে চলছে নানা ফরমান, সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন কাজ ফেলে অহেতুক ছোটাছুটি করছেন। সত্যি কথা বলতে কি এত কিছু বিষয় নিয়ে মানুষ বিরক্ত। এসব ভুলিয়ে দিতে মাঝে মাঝেই কেন্দ্রীয় সরকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ, রামমন্দির ইস্যু সামনে আনছে। কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন হাতে গরম পরিষেবা চায়। এসব গিমিক পছন্দ করে না। তাছাড়া নির্বাচনের পর এ রাজ্যের বিজেপি নেতাদের চাল চলনও পাল্টে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া কম্যান্ডো দেহরক্ষী নিয়ে জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতারা এমন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যেন তারা মন্ত্রী হয়ে গেছেন। এসব মানুষ ভালো চোখে দেখছে না। অন্য দিকে লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর তৃণমূল অনেক সংযত। তার ওপর ভোট গুরু প্রশান্ত কিশোরের ফরমূলায় নতুন নুতন জনসংযোগ কর্মসূচিতে জনগণের সঙ্গে নেতা–মন্ত্রী–সাংসদরা মিলিত হচ্ছেন। অভিযোগ অনুযায়ী সমাধানও হচ্ছে। প্রশান্ত কিশোর যে এক দক্ষ ভোট গুরু উপনির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ। এই উপনির্বাচনের ফলাফলের পর যদি বিজেপি আত্মসমালোচনা করে, সাংগঠনিক ভিত মজবুত করতে না পারে, সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার আম জনগণের স্বার্থে যদি সুলভ মূলে পরিষেবা দিতে না পারে, তাহলে তাদের বঙ্গ জয়ের আশা স্বপ্নই থেকে যাবে। ইতিমধ্যেই হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল জানান দিচ্ছে গেরুয়া রঙ ফিকে হচ্ছে। অন্য দিকে উপ নির্বাচনের ফলাফলে উচ্ছ্বসিত হয়ে তৃণমূল যদি উৎশৃঙ্খল পরায়ন হয়ে ওঠে, রঙের বাছ বিচার করে এক তরফা পক্ষপাতিত্বমূলক রাজনীতির কালচার শুরু করে দেয়, তাহলে আবার ২০২১ সালে জোর ধাক্কা খেতে পারে।

গুলিতে জখম বিজেপি নেতা, গ্রেফতার ৩ অভিযোগের তীর শাসক দলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: বৃহস্পতিবার দুপুরে বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী এক ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধোর করে গুলি চালালে গুরুতর জখম হন তিনি । জখম ব্যক্তির নাম শিবু ভুঁইয়া।বর্তমানে তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিসাধীন।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার পাঠানখালি বাজারে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পাঠানখালি গ্রামের বাসিন্দা তথা পাঠানখালি বিজেপির অঞ্চল সভাপতি শিবু ভুঁইয়া কে এদিন বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী ডেকে নিয়ে গিয়ে রাস্তাতেই তাকে প্রথমে বেধড়ক মারধোর করে পা ভেঙে দেয়।এরপর দুষ্কৃতীরা শিবু ভুঁইয়া কে লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়লে তার পায়ে গুলি লাগে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বেশ কিছু মানুষজন দেখতে পেয়ে তারা গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বিজেপি নেতাকে উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে হলে চিকিৎসকরা তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে তাকে কলকাতা হাসপাতালে নিয়ে যায় হয়। আর এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে

পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গোসাবা থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।পুলিশ তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানান বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী এক ব্যক্তি কে মারধর করে গুলি ছুঁড়লে জখম হয় ওই ব্যক্তি। জখম ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে ৩ জনকে গ্রেফতার করে।এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে তৎপরতার সাথে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। চলছে পুলিশি টহলদারি,পাশাপাশি এলাকায় রয়েছে চরম উত্তেজনা।

এ বিষয়ে বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগণা পূর্ব জেলার সভাপতি সুনীপ দাস বলেন, রাজ্যের তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়লাভ করায় ,শাসক দলের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

অন্যদিকে, গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর জানিয়েছেন গুলি চালানোর ঘটনায় দলের কেউ জড়িত নয়। এটা সম্পূর্ণ ওদের পারিবারিক ব্যাপার। ঘটনাকে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় নিয়ে এসে আমাদের দল কে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে।

মন গলল না ছিটমহলবাসীর

প্রথম পাতার পর

এদিন এই কর্মসূচিতে যোগদানকারী মেখলিগঞ্জ সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসবাসকারী সাবেক ছিটমহলবাসী নারায়ণ রায়, বিপুল চন্দ্র বর্মন, স্বপন বর্মন প্রমুখরা জানান, এই মেখলিগঞ্জ সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসবাস করছেন ৪৭টি সাবেক ছিটমহল পরিবার। তারা বলেন, তাদের সাথে কোন রকম আলোচনা না করেই মেখলিগঞ্জ সদর এলাকা থেকে প্রায় ১৫কিলোমিটার দূরে নদীর চরে শ্মশানের পাশে জনপদহীন ৫১ পানিশালা এলাকায় তাদের বসবাসের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করেছে সরকার। সংশ্লিষ্ট এই এলাকায় যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সড়ক নেই । বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এই জায়গায় পুনর্বাসন চান না তারা। এই বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকবার আন্দোলনেও শামিল হয়েছিলেন মেখলিগঞ্জের সাবেক ছিটমহলবাসীরা। কিন্তু তাদের কথায় কর্ণপাত না করে সেখানেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে সরকার। তারা কোনওভাবেই রাজ্য সরকারের তৈরি করা এই ফ্ল্যাটে যাবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন এদিন। তারা বলেন, তাদের জন্য অন্যত্র ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করুক সরকার। সাবেক ছিটমহলবাসীদের উন্নয়নের টাকা নিয়ে দুর্নীতিরও এদিন অভিযোগ আনেন তারা।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অধিক সদস্যযুক্ত পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে নি রাজ্য সরকার, ১৮ বছরের উর্দ্ধে সদস্যদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও, তা হয়নি। এছাড়াও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ,,ওপার বাংলার শংসাপত্রের মান্যতা দেওয়া,পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান,অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও কমিউনিটি হল স্থাপন।সর্বোপরি কেন্দ্র সরকারের দেওয়া পুনর্বাসনের পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ ঘোষণা করেনি রাজ্য সরকার অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণ করা হোক বলে দিন এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে অভিযোগ করেন হলদিবাড়ি সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বসবাসকারী সাবেক ছিটমহলবাসী সোনা বালা বর্মন, তারা কুমার রায়, ঊষা রানী রায় প্রমূখ।

প্রসঙ্গত, ছিটমহল পুনর্বাসনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। এমনই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে সম্প্রতি তাদের পুনর্বাসনের ফ্ল্যাটের চাবি নেওয়ার অনুষ্ঠান বয়কট করেন সাবেক ছিটের এই বাসিন্দারা। এমাসের ১৮তারিখ কোচবিহার রাসমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে হলদিবাড়ির সাবেক ছিটমহলবাসীদের জন্য তৈরি ফ্ল্যাটের চাবি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০৪টি পরিবারকে ফ্ল্যাটের চাবি তুলে দেওয়া হবে। এই মঞ্চ থেকে এদিন ২০জনের হাতে এই চাবি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পরের দিন জেলার মেখলিগঞ্জের বিধায়ক অর্ঘ্য রায়প্রধান এবং দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন বাকিদের হাতে এই চাবি তুলে দেওয়ার জন্য । মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো এই দুই বিধায়ক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছে যান হলদিবাড়িতে। কিন্তু এখানে গিয়ে সাবেক ছিটমহলবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের।

এদিন সাবেক ছিটমহলবাসীদের দাবি পত্র গ্রহণ করে কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানান, তিনি সরেজমিনে এই সাবেক ছিটমহলবাসীদের এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাদের সমস্যা সমূহ তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং দ্রুততার সাথে এই সমস্যাগুলো সমাধান হবে বলে এদিন জানান জেলাশাসক।

জ্বালানি দূষণে উদ্বেগ মহানগরে

প্রথম পাতার পর

কিন্তু যত শীঘ্রই সম্ভব আমরা কার্যকরী করবই। বিষয়টি আমাদের প্রসেসে রয়েছে। সেজন্যই আমরা দোকানে হিটার বা গ্যাস সরবরাহ করতে পারিনি।

দেবাশিসবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন, বায়ু দূষণে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি কোনও অবস্থায় আছে? কলকাতায় মোট কত বড় গাছ রয়েছে? গত দুই অর্থবর্ষে কলকাতার কোন কোন বরোতে কত গাছ লাগানো হয়েছে? তার কতগুলি জীবিত আছে? আর গাছের গোড়ায় কংক্রিটের আবরণ সরিয়ে ফেলার কাজ কতখানি হয়েছে। এ বিষয়ে স্বপনবাবু বলেন, পুরসংস্থা কলকাতার বরোগুলিতে যেখানে যতটা প্রয়োজন, সেখানে ততটা গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে প্রায় লক্ষাধিক গাছ কলকাতায় লাগানো হয়েছে। এ বছরেও গাছ লাগানো হয়েছে। কিন্তু কতগুলি গাছ বেঁচে আছে আর কত গাছ মরে গেছে, এ বিষয়ে 'গাছ সুমারি' পরিবেশ দফতরের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রায় সমস্ত গাছই লাগানোর পরে তার তদারকি করা হয়। এবং গাছ যাতে বেঁচে থাকে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে। গাছের গোড়ার কংক্রিটের আবরণ সরানোর বিষয়টিতে পুরসংস্থা পরিবেশ আদালতের ও দফতরের যে নির্দেশিকা আছে, তা মেনে পুরসংস্থা সে কাজগুলিও শুরু করেছে।

সাঁকো বাঁধলেন গ্রামবাসীরা

প্রথম পাতার পর

ঠিক এই কারণেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই প্রয়োজন সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট এই সেতুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও রকম উদ্যোগ নেয়নি তৃণমূল পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড বলে অভিযোগ। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় জয়ী হয় তৃণমূল বিরোধী প্রার্থী। অন্যদিকে এই উঁছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের দখল নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। ফলে এই এলাকায় উন্নয়নের কাজ কার্যত স্তব্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড।

মেখলিগঞ্জ ব্লকের উঁছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলসূয়া ব্রিজ থেকে মেদির বাড়ি সহ আরও তিনটি গ্রামে প্রবেশের মুখে এক মাত্র রাস্তার ওপর এই বেহাল কালভার্টের স্থানে পাকা সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিন থেকে জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসীরা। কিন্তু কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ নেই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের। এই পরিস্থিতিতে তাই পাকা সেতুর দাবি পূরণ না হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারাই নিজেদের অর্থ খরচ করে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁশের সাঁকো নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, বর্ষাকালে এই ভেঙে পড়া সেতুর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। এলাকার ছাত্রছাত্রীরা এই পথেই স্কুলে যায় বলে জানা গেছে। বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটে এই সেতুটি কে কেন্দ্র করে। তার পরেও প্রশাসন নিশ্চুপ বলে অভিযোগ। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন, বিষয়টি বিভিন্ন মহলে জানিয়েছেন তিনি। উঁছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কালিমন বর্মন জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে।

৬৫ লক্ষ রেশন কার্ডের হদিশ নেই

প্রথম পাতার পর

আমাদের রাজ্যে খাদ্য সরবরাহ দফতরের টপ টু বটম একটা দুর্নীতির চক্র কাজ করে। বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা গেল গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এম আর ডিলার সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে ৬৫ লক্ষ NFSA কার্ডের কোনও হদিশ নেই। মন্ত্রীর অভিযোগ, এই সব কার্ড রেশন ডিলারদের কাছে আছে। একথাও সত্যি যে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সদস্যরা এবং পুর কমিশনারা NFSA কার্ড বিলি না করে রেশন ডিলার্সদের কাছে কাটমানির বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভুল নামের কার্ড খাদ্য দফতরে জমাও দিয়েছে। কেন্দ্র কিন্তু রাজ্যে ৬ কোটি ১ লক্ষ কার্ডের সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছে। একদম গ্রাম স্তরে রেশন ডিলার্সদের মাল এলটমেন্ট করে ব্লকের ফুড ইন্সপেক্টর। তিনি ডিলার্সদের খাতায় তোলা নামের তালিকা দেখে অনুমোদন করে। আর ব্লকে ব্লকে যে সব ডিলার্সদের মাল সরবরাহ করার জন্য ডিস্ট্রিবিউটর আছে তাদের অ্যালটমেন্ট করে খাদ্য সরবরাহ দফতরের অফিসার। SCFS সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার। এখন অনলাইনে অ্যালটমেন্টের তালিকা পাওয়া যায়। তাহলে একটা ব্লকের মোট রেশন ডিলার্সদের যত ইউনিট অ্যালটমেন্ট হয়েছে তার সঙ্গে ব্লকের ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে অ্যালটমেন্ট সমান হওয়ার কথা। এমনই একটা ব্লকের রেশন ডিলার্সদের সঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটরের প্রাপ্ত ইউনিটের হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা গেছে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ৬০০০ ইউনিট বেশি আসছে। প্রতি ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ (৩০×২)+(২২×৩)=১২৬ টাকা। ৬০০০ ইউনিটের জন্য মাসে ৭৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা পুরছে ডিস্ট্রিবিউটার। এইভাবে ৬৫ লক্ষ যে কার্ডের হদিশ নেই অথচ প্রতিমাসে মাল অ্যালট হচ্ছে। তার জন্য ৮১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খাদ্য দফতরের চোখের সামনে অফিসার আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ীদের যোগ সাজসে দীর্ঘদিন ধরে এই লুঠ চলছে গরিবদের কল্যাণের নামে। এখন প্রতি দোকানে ইম্পোজ মেশিন বসিয়ে কার্ডের সঙ্গে আধার যোগ করে এই দুর্নীতির চক্র যদি ভাঙতে পারে। তাহলে ডিলার্সদের দীর্ঘদিনের দাবি যার জন্য তারা হাইকোর্টে কেস পর্যন্ত করেছে। সেই কুইন্টাল প্রতি ২৫০ টাকা কমিশন অথবা ৩০ হাজার টাকা মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার পথ সুগম হতে পারে।

আর এম পি এ পরিচালিত ডাঃ নর্মান বেথুন চলমান মেডিকেল স্কুলে কর্মকাণ্ড

মধুসূদন বাগ, বাগনান : কালচিনি থেকে তুফানগঞ্জ, ফারাক্কা থেকে রায়দিঘি, কোকড়াঝাড় থেকে সাহেবগঞ্জ, হেমতাবাদ থেকে হাওড়া, অণ্ডাল থেকে আরামবাগ, জঙ্গলমহল থেকে পাহাড়, এলাকার গ্রামীণ চিকিৎসক বন্ধুদের কাছে এক অত্যন্ত আনন্দের দিন ছিল গত ৩ নভেম্বর রবিবার। দেশের স্বাস্থ্য বাজারে যখন নানা উপায়ে ১০০% বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা, চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষ যখন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণকে বাধ্য হয়েই মেনে নিচ্ছেন। এই সময়কালে নিরাপত্তাহীন বেআইনি ডাক্তারদের কাছে 'রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন' নামক সংগঠন নিয়ে আসে উপহার হিসাবে ডাঃ নর্মান বেথুন চলমান মেডিকেল স্কুল ও তার কর্মকাণ্ড। আর এই কর্মকাণ্ডে পঞ্চম বর্ষের মূল্যায়ন হয়ে গেল এই বিশেষ দিনে। সাথে সাথে এই চলমান স্কুলে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষেরও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বসেন।

পরিসংখ্যানগত ভাবে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ শাসমল জানান, এবারের পঞ্চম বর্ষের মূল্যায়ণে পশ্চিমবাংলার ১৯টি জেলা, এবং সাথে সাথে পাশের রাজ্য ঝাড়খন্ড এর দুটি জেলা এবং অসমের একটি জেলার বেশ কিছু গ্রামীণ চিকিৎসক বন্ধুরা এই মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ করেন। বেথুন স্কুল সম্পাদক বৈদ্যনাথ কোটাল জানান, মোট ২২টি জেলার ৯৭টি সেন্টারে এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী ৪৮২৩ জন সদস্য তাদের জানা বোঝার পরিধিটা আরেকবার জানান দিলেন। নিজেরা একবার পরখ করে নিলেন যে নিজেদের জানা–বোঝার পরিধি কতটা। সংগঠনের রাজ্য সহকারী সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব মল্লিক বলেন, আগামীতে আমরা এই জানা শেখার পরিধি কর্মশালা বাড়াতে চাই এবং সেই জন্যই সদস্য বন্ধুরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই কাজে অংশগ্রহণ করছেন।

বেথুন স্কুল সভাপতি কিস্মত আলি বলেন, অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সকল কেন্দ্রে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী বন্ধুরা মূল্যায়নের কাজে অংশ নিয়েছেন এবং সুন্দরভাবে তার সমাধান করেছেন। এর জন্য স্কুল কমিটি তাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞতা জানায়।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আনন্দ মণ্ডল বলেন, আগামী দিনে আমরা খুব শীঘ্রই বৃহত্তর আর এম পি এ গড়তে আন্তঃরাজ্য কমিটি গড়ে অন্যান্য রাজ্যে এই সংগঠন বিস্তারের ভাবনা বাস্তবায়িত করতে চলেছি। যার প্রাথমিক কমিটি গড়া হয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER (E–Tender)

Supply of Food Items at different point/locations during Ganga Sagar Mela–2020 and Pre–Visit of Ganga Sagar Mela–2020 for VVIP's/Minister's/MP's/MLA's/Guest's/Dignitaries/ Higher officer's/Officer's/Staffs/Support Staffs and Others.

E–Tender Details	Last date of E–Tender Submission	E–tender Opening date
Reputed Caterar's with proven Track record for Supply of Food Items at different points/locations during Ganga Sagar Mela–2020 and Pre–Visit of Ganga Sagar Mela–2020 for VVIP's/ Minister's/MP's/ MLA's/Guest's/Dignitaries/ Higher officer's/Officer's/Staffs/ Support Staffs and Others.	13.12.2019 up–to 06.00 PM	16.12.2019 at 12.00 Noon

For further details see the Details available at www.s24pgs.gov.in & WWW.etender.wb.nic.in

sd/–
Addl. District Magistrate (General)
South 24–Parganas, Alipore &
Mela Officer, Gangasagar Mela–2020

স্মারক নং : ৫৪৩২/(২)/জে.ত.স.দ./দক্ষিণ ২৪ পরগনা/তারিখ ২৭.১১.১৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়
মন্দিরবাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প
জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পত্রাঙ্ক নং–২৫৬/আই.সি.ডি.এস/এম ডি.বি তারিখ :–২৬/১১/২০১৯

সংশোধন বিজ্ঞপ্তি

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি পত্রাঙ্ক নং ২৫০/আই.সি.ডি.এস/এম.ডি.বি তারিখ–১৫/১১/২০১৯–এ উল্লেখিত অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা পদে শূন্য পদের সংখ্যা ও সংরক্ষণ বিন্যাস অনিবার্য কারণে নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে ঃ

সম্ভাব্য শূন্য পদের সংখ্যা

ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম	সাধারণ	তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	OBC–A	OBC–B	শারীরিক প্রতিবন্ধী	মোট
১.	ঘাটেশ্বর	৩	১	১	১	০	০	৬
২.	গাব্বেরিয়া	১	১	০	০	১	০	৬
৩.	আঁচনা	৪	২	০	১	০	০	৭
৪.	নিশাপুর	৩	২	০	০	১	০	৬
৫.	কেঁচারকুর	৩	০	১	১	০	০	৫
৬.	কৃষ্ণপুর	৪	২	০	০	১	০	৭
৭.	ধনুরহাট	৩	২	০	১	০	০	৬
৮.	চাঁদপুর , চৈতন্যপুর	৪	১	১	১	০	০	৭
৯.	সাউথ বিষ্ণুপুর	৪	১	১	১	১	০	৮
১০.	জগদীশপুর	২	১	০	০	০	০	৩
মোট সম্ভাব্য শূন্য পদ		৩১	১৩	৪	৬	৪	০	৫৮

বিজ্ঞাপনের অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাঃ
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প, মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্মারক নং ঃ ৫৪৩৫/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/তারিখ : ২৭/১১/১৯

মহানগরে

কেন্দ্রের রিপোর্টে মেয়রের প্রতিবাদপত্র

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা মহানগরের পানীয় জলের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য কলকাতা পুরসংস্থা 'কেন্দ্রীয় ক্রেতা সুরক্ষা দফতরে' প্রতিবাদ পত্র পাঠালো। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, ১০০ শতাংশ পরিস্রুত না হলেও, কলকাতা পুরসংস্থার সরবরাহ করা পানীয় জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কথা কখনই বলা যায় না। কলকাতার পানীয় জলের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রকের নেই বলে দাবি করেন মহানাগরিক। তার প্রশ্ন কলকাতার কোথা থেকে ওই জলের নমুনা কেন্দ্রীয় ওই সংস্থা সংগ্রহ করেছে, তা আমাদের জানা নেই। আমাদের না জানিয়ে কী করে জলের নমুনা সংগ্রহ করল সেটাও জানতে হবে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের এক রিপোর্টে প্রকাশ, পানীয় জলের গুণমানের ভিত্তিতে নতুন দিল্লি রয়েছে, দেশের ২১টি মহানগরের তালিকার সবশেষ স্থানে। অর্থাৎ নতুন দিল্লির পানীয় জল পানের অযোগ্য। আর কলকাতা পুরসংস্থার সরবরাহ করা পানীয় জল আছে তার ঠিক আগেই, 'বিংশতিতম' স্থানে। কেন্দ্রীয় সরকার জলের বিপদজনক আর্সেনিকের উপস্থিতিসহ ১০টি সূচকের ভিত্তিতে পানীয় জলের গুণগত মাত্রা নির্ধারণ করে, সেই অনুসারে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য তালিকার প্রথমস্থানে রয়েছে মুম্বই শহর। সেখানকার জলের মান পানের পক্ষে সবচেয়ে ভালো বলে ওই রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে।

ভয় হয় যদি ট্রেন চলে আসে!

পূর্ব রেলওয়ের ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার জন্যই শিয়ালদহ ও বজবজ লাইনের টালিগঞ্জ স্টেশনে নতুন দুইনম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে পুরনো এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রাণ হাতে করে নিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের লাইনের ওপর দিয়ে। এই বিষয়ে টালিগঞ্জের নিত্যযাত্রীরা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে কিছু আবেদন রেখে পোস্টারও লাগিয়েছে সেই চত্বরে। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষর কবে ঘুম ভাঙবে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে নিত্যযাত্রীরা। তাদের বক্তব্য টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের নিচে যে ফুটপাথ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে তা পথচারীদের অত্যন্ত বিপদজনক। এই ফুটপাথ অবিলম্বে সংস্কারের প্রয়োজন এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের কম উচ্চতা অত্যন্ত সমস্যা সৃষ্টি করছে। উপরন্তু একটি টিকিট কাউন্টার বহুদিন ধরে বন্ধ। তাতে সময়ের অপচয় হচ্ছে এবং একই দিকে প্রচুর যাত্রীর ভিড় হওয়ায় খুবই সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা। তাদের দাবি এটি অবিলম্বে চালু করতে হবে। এছাড়াও একটি ফুটব্রিজেরও দাবি রেখেছেন যাত্রীরা। ছবি: অরুণ লোধ

২২ নং ওয়ার্ডে বেআইনি নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহানাগরিক বলেছেন, কলকাতায় এক বর্গ ফুটও বেআইনি নির্মাণ কলকাতা পুরসংস্থা নীতিগতভাবে সমর্থন করে না। অথচ, মীনাদেবী পুরোহিতের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ৩এ এবং ৮, গাঙ্গুলি লেনের এই দুই ঠিকানায় দু'টি বেআইনি নির্মাণ চলছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে এবং পুরসংস্থাকে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি মীনাদেবী অভিযোগ করেন। অভিযোগের জবাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, দু'টি বাড়ির মালিককে কলকাতা পুর আইন (১৯৮০) অনুযায়ী ৪০১ ধারায় নোটিস দেওয়া হয়েছে।

গত ১৯ অক্টোবর স্থানীয় থানায় এফআইআর করা হয়েছে। একটায় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে ৪৫ বর্গ ফুট। আরেকটাতে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে ১১০ বর্গফুট। এজন্য, গত ২২ অক্টোবর স্থানীয় থানায় এফ আই আর করা হয়েছে। যেখানে নন্দরাম মার্কেটে দেখা যায়, আইনত আট তলা বাড়ি। কিন্তু নির্মাণ হয়েছে ১০ তলা। কিন্তু বর্তমানে সামান্য ১০ বা ৫০ বা ১০০ বর্গ ফুট বেআইনি নির্মাণেও পুর অধিবেশনে প্রস্তাব আনা হচ্ছে।

এখন ধরিত্রী মা সর্বদিক থেকেই বিপন্ন। মানুষের প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের গাড়িতে চড়ে প্রকৃতির সঙ্গে করছে দড়িটানাটানি খেলা। এমতাবস্থায় অনেক সংগঠন এগিয়ে এসেছে তাঁদের মাকে আগলাতে। তেমনই সম্প্রতি নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতাকে সাথে করে জল বাঁচানোর জন্য আহ্বান করেন ইকো সেভার ফাউন্ডেশন। এই সকল সংগঠন আছে বলেই ভবিষ্যতে ভালো থাকার কিছুটা হলেও আশা জাগে সকলের।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী শ্যামল কুমার সেনের ৭৯তম জন্মদিনে আয়োজন করেছিল উপাসনা নামক একটি সংস্থা। তাদের সঙ্গে ছিল কারুকৃত। অনুষ্ঠানটি হয় বাগবাজারের ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রা মঞ্চে। এদিন তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার অলিম্পিয়ান বদ্রু ব্যানার্জি, আদ্যাপীঠের মুখ্য সন্ন্যাসী মুরালভাই, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য গুণীজনেরা। এদিন সন্ধ্যায় নাচে–গানে মুখরিত করে বিশেষ এবং দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা। সকলের সাথে নিজের জন্মদিন কাটাতে পেরে এবং কেক কাটতে পেরে খুবই আনন্দ হয়েছে বলে জানান শ্রী শ্যামল সেন।

ডায়াবেটিস রোধে সাইকেল সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমান পৃথিবীতে মহামারীর নাম ডায়াবিটিস বা সুগার। শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল করতে এর জুড়ি মেলা ভার। এই মারণ রোগ নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। যখন সহজে এই রোগ ধরার উপায় ছিল না তখন অজান্তে এই রোগের শিকার হয়েছে অগণিত মানুষ। আজ রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের পরেও পৃথিবীর বড় অংশের মানুষ এখনও এই রোগ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে রয়েছে। ফলে আগামী দিনে আরও ভয়ংকর হতে চলেছে ডায়াবেটিস।

এই ভয়ানক ভবিষ্যৎ রুখতে ২০০৬ সাল থেকে অবিরাম কাজ করে চলেছে ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড ইউ বা 'ডে'। এই সংস্থার উদ্যোগে সাইক্লিস্ট সম্রাট মল্লিক ডায়াবিটিস সচেতনতার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে শুরু করেন ৩০০০ কিলোমিটার সাইকেল অভিযান। বাংলাদেশের ২১টি জেলা জুড়ে ১১০০ কিমি পথ পেরিয়ে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে ঢোকেন আগরতলায়। এরপর ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি জেলা সফরে পাড়ি দেন ১৯০০ কিমি। অবশেষে গত ১৪ নভেম্বর পৌঁছান কলকাতায়। এদিন সন্ধ্যায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত হয়ে শোনান তাঁর অভিজ্ঞতা। উদ্বোধন হয় ম্যাসকট 'মিস্টার ডে'।

এর আগে ২০১৬ সালে এই সংস্থার উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে প্রদর্শিত হয় ভারতের প্রথম ডায়াবিটিস সচেতনামূলক সিনেমা। উপস্থিত সকলে 'ডে'–র ভূমিকায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হতভাগ্য নবাবের শহর মুর্শিদাবাদ

আশরাফুল ইসলাম

শ্রাবণের ভরা বর্ষা। ভাগীরথীর থই থই ঘোলা জলে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চেপে বসেছি। ছোটখাটো ফেরি বললেও বোধহয় ভুল হয় না নৌযানটিকে! স্কুল–কলেজ পড়ুয়া ছেলে–মেয়ে, নানা পেশাজীবীর সঙ্গে মোটরসাইকেল নিয়ে অনেক আরোহীও রয়েছেন এতে। মিনিট দুই–তিনে ফুরাবে এই নৌযাত্রা। মুর্শিদাবাদের লালবাগ ফেরিঘাটের এপার থেকে ওপার।

ঐতিহাসিক এই জনপদের প্রতি কদমে জড়িয়ে ইতিহাসে কত না আখ্যান! কল্পনায় বিস্ফারিত চোখে সেই স্মৃতি অনুভবে স্পর্শ করার ক্ষীণ চেষ্টা। ভাগীরথীর বুকে দাঁড়িয়ে দু'পাড়ের শ্যামল জনপদের প্রতি কী যেন অসীম মায়া। পুঁথির আসরে, দাদী–নানীর গল্পে আশৈশব দুর্নিবার আকর্ষণে টেনেছে যে জনপদ, বাস্তবে তার স্পর্শ সীমাহীন এক উচ্ছ্বাসে ভরে দিয়েছে মনপ্রাণ। কল্পনায় ভেসে উঠছে, ভাগীরথীর স্রোতে দোল খেয়ে ক্রমশ: এগিয়ে আসছে কোনো রাজকীয় নৌবহর। নদীতীরে রব উঠছে সেই রাজাধিরাজের জয়োধ্বনি। কল্পনায় ক্ষণিকের এমন আবেশ কাটিয়ে পা রেখেছি ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে। ধীর পদক্ষেপে দৃষ্টি মেলে এগিয়ে চলা। গন্তব্য ইতিহাসের বেদনসিক্ত খোশবাগ। যেখানে সমাহিত বাংলা–বিহার–ওড়িশার হতভাগ্য শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা, তাঁর প্রিয়তমা বেগম লুফ–উন–নিসা, মাতামহ নবাব আলিবর্দি খাঁসহ নিকট স্বজনরা।

পিচ ঢালাই পথ ধরে অটোরিক্সায় ৫–৭ মিনিট লাগে খোশবাগের সেই সমাধিসৌধের ফটকে পৌঁছাতে। প্রহরীবিহীন ফটকের কাছেই শোভা পাচ্ছে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের বাংলা ও ইংরেজিতে দু'খানি বিজ্ঞপ্তি। কয়েক শতাব্দী প্রাচীন এই সমাধিক্ষেত্রের চারপাশের সেই সময়কার উঁচু প্রাচীরের অনেক অংশ ধ্বসে পড়ছে। স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তরুণ নবাব সিরাজের মরণপণ সংগ্রামের আদর্শকে ধারণ করে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীই রক্তশপথ নিয়েছেন। সেইসব বিপ্লবীর পূণ্য পদস্পর্শে ধন্য এই সমাধি চত্বরে বহু ইতিহাসের এক জীবন্ত স্মারক। মির্জা জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়, তাতে সুদীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খলে পিষ্ট গোটা ভারতবর্ষই টের পায় হাড়ে হাড়ে। ইতিহাসের সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির সূচনা নবাব সিরাজের বর্বর হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে।

সমাধিসৌধের প্রধান ফটক পেরিয়ে মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ এক পরিবেশ। ওয়াকওয়ের দু'পাশে সবুজঘাসের চত্বর। সীমনাপ্রাচীর ঘিরে উঁচু ঘাসের সারি নয়নাভিরাম এক দৃশ্যের অবতারণা করছে। সবুজের এই সমুদ্রেই সেই সমাধি তীর্থ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্নতাত্ত্বিক এই নিদর্শন দেখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজও বহু দর্শনার্থীর আগমন ঘটে এখানে। তবে এই অঞ্চলের কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের নিবি। পরিচয় নেই তারা কেবল চুন–সুরকির কিছু স্থাপনা আর সবুজ চত্বর দেখেই ফিরে যাবেন। এখানে সমাধিস্থদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রক্তস্নাত ইতিহাসের বাকবদলের যে সুগভীর সম্পর্ক তা হয়ত অজানাই থেকে যাবে।

সমাধিসৌধের প্রবেশদ্বারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র দু'খানি পরিচিতিমূলক বিজ্ঞপ্তি ও বাইরে সচিত্র বিবরণ ব্যতিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এই স্থাপনাকে দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরার উল্লেখযোগ্য কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়লো না। সচিত্র বিবরণ সম্বলিত ছোট ব্যানারে উৎকীর্ণ ঐতিহাসিক খোশবাগ বা আনন্দ উদ্যান'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

তাতে লেখা আছে, নবাব আলিবর্দি খাঁ দিল্লির জামা মসজিদের অনুকরণে ৭.৬৫ এক জমির উপরে খোশবাগ' বা গার্ডেন অব হ্যাপিনেস' তৈরি করেন। এটি চারদিকে ২, ৪৭১ ফুট দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানকার সাজানো সুন্দর বাগানের মাঝে নবাব আলিবর্দি খাঁ, আলিবর্দি খাঁ'র মা, সিরাজ–উদ–দৌলার বেগম লুফউন্নিসা এবং নবাব পরিবারের অন্য সদস্যদের সমাধি সমাহিত রয়েছে।''

তাছাড়াও এখানে চারদিকে কারুকার্যখচিত বারান্দা দিয়ে ঘেরা চৌকাকৃতির সমতল ছাদবিশিষ্ট ঘরের মধ্যে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার সমাধি রয়েছে। এখানে চারদিকে দেয়ালবেষ্টিত চত্বরের মধ্যে ব্রিটিশদের গুলিতে নিহত দানিশ ফকিরের সমাধিও রয়েছে–যিনি নবাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সিরাজ–উদ–দৌলার গুপ্ত স্থান দেখিয়ে দিয়ে সিরাজকে হত্যায় সাহায্য করেছিলেন।'

খোশবাগের বর্ণনায় আরও উল্লেখ রয়েছে, খোশবাগের গোলাপ বাগানে ১০৮ রকমের গোলাপ পাওয়া যায়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লুফউন্নিসার মৃত্যুর পর তাকে সিরাজের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। বাগানের একেবারে দূরবর্তী প্রান্তে রয়েছে খোশবাগ মসজিদ। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্মিত হয়।'

এই সবুজ সমাধিচত্বরে অগ্রসর হতে গিয়ে মনে পড়ছিল ইতিহাসের সুদীর্ঘ আখ্যান। সেসবের কিঞ্চিত তুলে ধরার প্রয়াসও যদি নিতো ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তবে দর্শনার্থী, তথা প্রজন্ম জানতে পারতো তাদের শৌর্য–বীর্যের ইতিহাস। বাঙালি জাতি ও ভারতবর্ষের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস যে এই নবাব পরিবারকে ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরাভরণ–নিরাবরণ' এই সমাধিসৌধও দুর্ভাগ্যের অমোঘ পরিণতিই বরণ করেছে।

শ্রাবণের মধ্য দুপুর, খরতাপ অবিরাম ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছে। বিশাল সমাধি চত্বরে কোনো জনমানবের দেখা নেই। নিস্তব্ধ এক চরাচর। সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে সুউচ্চ গাছে ঠাঁই নেয়া পাখিরা থেমে থেমে রব তুলছে। বাতাসের প্রবাহ নেই, সব যেন থমকে আছে। কয়েক শতাব্দী ধরে ইট–সুরকিতে চাপা সমাধিতে যে বেদনার দীর্ঘশ্বাস, স্তব্ধ এই দুপুরে তা যেন আরও প্রকট হয়ে উঠলো।

বহুভাষাবিদ–ঐতিহাসিক ও অনুবাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা' শীর্ষক নাতিদীর্ঘ গ্রন্থটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের বিষয়ে আমার বহু জিজ্ঞাসারই মীমাংসা করেছে। নবাবের সমাধিসৌধে এসে অনুপুঙ্খ সেই বিবরণের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা। নিস্তব্ধ সেই অঙ্গনের ভেতরে হঠাৎ দেখা মিললো স্থানীয় দুই কিশোরের। তারা কেবল হতভাগ্য নবাবের সমাধিটি দেখিয়ে দিয়েই লাপাত্তা। তাদের কাছে এই অঙ্গন নিছকই চোর–পুলিশ' খেলার এক জায়গা। পরম শ্রদ্ধেয় মাতামহ নবাব আলিবর্দি খাঁ ও প্রিয়তমা বেগম লুফ–উন–নিসার মাঝে শায়িত নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা। কয়েক শতাব্দি পেরিয়ে বিবর্ণ সমাধিসৌধের ভবনটি। অদূরেই খোশবাগ মসজিদ। এই মসজিদে পাঁচ ওয়াক্তে ধ্বনিত হয় না আযানের মধুর ধ্বনি। হয় না নামাজ আদায় কিংবা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা।

আত্মত্যাগ আর বীরত্বকেই মানুষ মনে রাখে, কাপুরুষতাকে ভুলে যায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তরুণ নবাব সিরাজের যে সংগ্রাম আজকে কিংবদন্তি ছড়িয়েছে–তার পেছনেও রয়েছে অনেক গৌরবগাঁথা। কিন্তু বহুকাল এই নবাবকেই কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টাও হয়েছে তাঁর স্বদেশে। তাঁর চরিত্র হননের অংশ হিসেবে ফরমায়েশি ইতিহাসবেত্তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। শত শত পৃষ্ঠা ভরে তোলা হয়েছে নবাবের কুকীর্তির আখ্যানে'। তদুপরি সেই হীনপ্রচেষ্টা সফল হয়নি। বহু বাঙালি আজও অবনত হয় নবাবের সমাধিপার্শ্বে। সেই তরুণ বীর হয়ত তখন সবার অলক্ষ্যেই হেসে উঠেন।

নবাব সিরাজের সেই স্মৃতিধন্য জনপদে তাঁর স্মৃতির সুরক্ষায় যে বিশেষ পদক্ষেপ থাকার কথা বাস্তবে তা দৃশ্যমান হলো না। বাংলার প্রত্যন্ত জনপদে বহু জমিদারবাড়ি আজও সগৌরবে মাথা তুলে ঐতিহ্যের পতাকা উড্ডীন রেখেছে। কিন্তু বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের স্মৃতি মুছে ফেলতে তৎপরতা চলেছে কয়েক শতাব্দী ধরেই। নাট্যমঞ্চে আর লোকজ পুঁথির আসরে সিরাজের যে আখ্যান লোকমুখে ফিরেছে বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

খোঁশবাগের সমাধিসৌধ থেকে বেদনার দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে আসার পথে স্থানীয়দের খোঁজ করি নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার স্বপ্নের হীরাঝিল প্রসাদের কথা। ইতিহাস বিধৃত, এই হীরাঝিল প্রাসাদ থেকেই নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা পলাশীর প্রান্তরে যাত্রা করেছিলেন। মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে পরাজয়ের পর স্ত্রী লুফ–উন–নিসা ও একমাত্র শিশু কন্যা উম্মে জোহরাকে নিয়ে শেষবারের মতো হীরাঝিল প্রাসাদ ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবাবের স্মৃতিধন্য সেই জনপদের মানুষেরা আজ ভুলে গেছেন তাদের হতভাগ্য নবাবকে। হিরাঝিল প্রাসাদের খোঁজ স্থানীয় অধিবাসীরা দিতে পারলেন না।

ঐতিহাসিক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া গ্রন্থ নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা পাঠে জানতে পারছি, নবাব হীরাঝিল প্রাসাদ ছে।ে গেলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মিরজাফর প্রাসাদ দখল করেন। ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন লর্ড ক্লাইভ হীরাঝিল দরবার কক্ষে মসনদে মীরজাফরকে নবাব হিসেবে হাত ধরে বসিয়ে দেন। হীরাঝিল প্রাসাদের কোষাগার থেকে ওই সময় বিপুল পরিমাণ সোনা, রূপা, সোনার টাকা, হীরা, জহরত, চুনি, পান্না ইংরেজরাসহ নবাবে সাথে বিশ্বাসঘাতরা ভাগ বাটোয়ারা করে নেন।

পুতুল নাবাব মির জাফরের সময় থেকেই হীরাঝিলের পতন শুরু হয়। বর্তমানে নবাব সিরাজের প্রিয় হীরাঝিল দুই–একটি চত্বরের ভিত্তিভূমি গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। প্রাসাদের অস্তিত্ব না থাকলেও ভিত্তিভূমিটুকু বেদনার স্বাক্ষী টিকে আছে। মুর্শিদাবাদের অদূরে জাফরাগঞ্জের বিপরীতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত হীরাঝিল নবাব সিরাজের হত্যার পর সর্বস্ব লুটপাটের পাশাপাশি একপর্যায়ে প্রাসাদটি ইংরেজরা ধ্বংস করে দেয়। বাকিটুকু স্রোতধারা ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন। নানা আলীবর্দী খাঁর থেকে অর্থ নিয়ে ১৭৪৬ সালে তরুণ ভাবী নবাব সিরাজ গড়ে তুলেন মনোরম প্রাসাদ হীরাঝিল।

হীরাঝিলের এই পরিণতি হলেও ইংরেজদের আধিপত্যের যুগে গড়ে ওঠা হাজারদুয়ারি প্রাসাদ আজও টিকে আছে পর্যটক মনোরঞ্জনে। প্রাসাদে প্রদর্শিত সামগ্রী ও স্মৃতিস্মারকের ভিড়ে নবাব সিরাজের অস্তিত্ব সামান্যই। লোকমুখে শোনা গেল নবাব সিরাজের বংশধরেরা অস্তিত্বহীন হলেও মিরজাফরের বংশধরো আজও সেই জনপদে আজও আধিপত্য ধরে রেখেছে। স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস লিখে গেছেন নবাব সিরাজ–মুক্ত স্বদেশে তাঁর এই উপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসকেই দীর্ঘায়িত করে।

মাঙ্গলিকী

পরিবর্তন প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : সম্প্রতি ২৩ ও ২৪ নভেম্বর শনিবার ও রবিবার কলকাতার রোটারি সদনে 'পরিবর্তন' শিরোনামে এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। ইনার হুইল ক্লাব কলকাতা, কলকাতা মুদ্রা পরিষদ ও কলকাতার এক দল সংগ্রাহকদের যৌথ উদ্যোগে শখের সংগ্রাহকরা তাদের সংগ্রহ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই প্রদর্শনীতে। ভারতের প্রণম্য সংগ্রাহক পরিমল রায়ের পুরানো সূচি শিল্পের সংগ্রহ, কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক সৌভিক রায়ের পুরনো দিনের ছবি, বাংলা ছায়াছবির পোস্টার ও বিজ্ঞাপনের সংগ্রহ, ঈশিতা বসু রায়ের অলঙ্কার সংগ্রহ, সৌভিক মুখোপাধ্যায়ের পুরানো কলকাতার বাস ট্রামের টিকিট সংগ্রহ, সৌমেন নাথের বিভিন্ন কাঠের ব্লক–কালির দোয়াতের সংগ্রহ, রাজা পোদ্দার এর পুরনো পুঁথি ও গ্রন্থের সংগ্রহ এক দিকে ছিল নজরকাড়া। অপরদিকে কলকাতার মুদ্রা পরিষদের রবিশঙ্কর শর্মা, অনুপ মিত্র প্রমুখদের প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ ছিল দেখার মতো। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দিন বদলের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে দুদিনের এই বিশেষ প্রদর্শনী সেজে ওঠে। প্রদর্শনী উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ইন্তাক এর জি এম কাপুর, কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংগ্রহশালার কিউরেটর মহেশ কালরা প্রমুখ। দুদিনের প্রদর্শনীতে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এমন সংগ্রহের প্রদর্শনী দেখে বিশেষ অনুপ্রাণিত বোধ করেন।

নাটক 'বীরপুরুষ' রাজর্ষী ও স্বপ্নজয়

বাবুল কৃষ্ণ দে : কবিগুরুর বীরপুরুষ কবিতা অবলম্বনে তৈরি নাটক। কবিতাটির সার মর্ম প্রায় সকলেরই জানা। এই কাহিনীকে দেশমাতৃকার পটভূমিকায় জাতীয়তাবাদের আঙ্গিকে এভাবেও সাজানো যায় এটা এর আগে দেখা যায়নি। আমি অন্তত দেখিনি। নাটকে যেমন ছোট্ট খোকা পালকিতে মাকে নিয়ে যাচ্ছে কোন জায়গায়, হঠাৎ দস্যুদের আক্রমণের কবলে পড়ে। একটুকুও ঘাবড়ে না গিয়ে ডাকাত দলের সঙ্গে বীরের মতো যুদ্ধ করে মা'কে উদ্ধার করে।

এখানে মা অর্থাৎ দেশজননী। তাতাই ছোট্ট খোকা, তার বাবা জওয়ান মেজর অভিষেক রায় দেশমাতৃকার রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সৈনিক জওয়ান যেমন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে বহিঃশত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে জীবন উৎসর্গ করে দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখে তেমনি আম জনতা তথা তার প্রিয় দেশবাসীকে দেয় সুরক্ষা ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের অভয়বাণী।

মেজরের স্ত্রী পৌলমী তার যেমন দেশভক্তি আছে তেমনি মা হিসাবে সে চায় একটু শান্তি ও অতি সাধারণ নিশ্চিন্ত জীবন। ছোট্ট গন্ডিতে তো অভিষেকরা বাঁধা পড়ে না, তার কাঁধে রয়েছে দেশ জননীর রক্ষা ও দেশবাসীর চিন্তামুক্তির ভার। তাই সে সুদূর সীমান্তে ছুটে যায় কর্তব্যের টানে মেজর অভিষেক মায়ের খোকা বীরের মতো লড়াই করে চির ঘুমে এলিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। সহযোদ্ধারা তার শব বন্দি কফিন নিয়ে আসে। অভিষেকের সুর ধ্বনিত হয় পরবর্তী প্রজন্ম তাতাই এর কণ্ঠে।

কিংশুক–এর ভাবনার প্রশংসা না করে পারছি না। আর একজনের কথা না বললেই নয় সে হচ্ছে সৌমিতা। মঞ্চে দর্শকবৃন্দ যা প্রত্যক্ষ করলেন তা এক কথায় সৌমিতা ও কিংশুক এর যুগলবন্দি। বহুদিন মনে থাকবে ওদের এই উপস্থাপনা বহুদিন দর্শকবৃন্দের মনের গহনে থেকে যাবে। শিল্পী সংঘকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

অভিনয় প্রসঙ্গে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। তাতাই চরিত্রে শতাদিত্য পাল, মেজর চরিত্রে দেবজ্যোতি গাঙ্গুলি, পৌলমীর ভূমিকায় প্রজাক্তা পাল এই তিন জন এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এরা সকলে ভাল ভাবেই কাজটা সম্পন্ন করলো। দর্শকরা বুঁদ হয়ে দেখে গেল। ছোট খাট ত্রুটি থাকলেও তা দর্শকের দৃষ্টি গোচর হতে পারেনি। এমনই এক নস্টালজিয়ার বাতাবরণ, দেশভক্তির মায়াময় পরিবেশ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল নির্দেশক কিংশুক এবং তাতে যোগ্য সহযোগ দিল সৌমিলি বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া নাটকের প্রয়োজনে আরও অনেক চরিত্র মঞ্চে এসেছে। কোনও চরিত্রই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি।

যেমন টেডি বিয়ার চরিত্রে দেবসোম রায়, রোবট চরিত্রে শুভম কর, স্বপ্নের খোকা (বীরপুরুষ) বীপ্রজিৎ মণ্ডল, গাছ চরিত্রে করিমউদ্দিন এবং পালকি বাহক, ডাকাত দল এবং সৈনিক চরিত্রে রাজর্ষী ধাড়া, স্বপ্নজয় গাঙ্গুলি, অর্ঘ্য ঘোষ এবং সমাদ পারাল এরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ সুচারু রূপেই সমাধা করলো বলা ভাল নির্দেশক কিংশুক ওদের সেরাটুকু বের করে আনল।

এই নাটক যত বেশি স্কুল কলেজ লেভেলে অভিনীত হবে ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গলসূচক। তাই আজ জনতাকে একবার নাটকটি দেখতে অনুরোধ করছি।

আর একটা কথা বার বার বলছি এই নাটকে ব্যাকস্টেজ যারা সামলাচ্ছেন তাদের আরও যত্নবান হওয়া দরকার। ওদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া এ ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব নয়। সাধন পাড়ুই, দীপঙ্কর দে–র আলো যথাযথ। আবহ নিয়ে সব্যসাচী পালকে আরও একটু ভাবতে অনুরোধ করছি। এই নাটকে আবহ অন্য মাত্রা এনে দিতে পারে। মদন হালদারের মঞ্চ সজ্জা মন্দ নয়। সবশেষে সৌমিতার পোষাক পরিকল্পনা দৃষ্টিনন্দন লেগেছে।

ভাল কাজ স্বীকার করছি, তবে আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

প্যারানরমাল গল্প নিয়ে দুর্ধর্ষ ছবি পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আসবেই

ড. শঙ্কর ঘোষ : তন্ত্র সাধনার উপর ভিত্তি করে নিকট দূরে কোনও ছবির নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না। তবে এই সাধনা ও ফলশ্রুতির হদিশ পাওয়া গেল সদ্য মুক্তি পাওয়া ছবি 'পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ উত্তর আসবেই' থেকে। অনীক সরকারের লেখা 'এবং ইনকুইজিশন' থেকে তিনটি গল্প বেছে নিয়ে ছবির বিস্তার। গল্পের কথক সে কাহিনি শোনাচ্ছেন ভেলোরের পথে যাওয়া শ্রুতি সান্যালের কাছে ট্রেনের মধ্যে। গল্প তিনটির নাম শোধ, রক্তরাগ এবং ভোগ। তিনটি গল্পেই টান টান উত্তেজনা আছে। প্রথমে বিরক্তি থাকলেও শ্রুতি শুনতে শুনতে এতটাই মগ্ন হয়ে যায় যে, রাত্রের আহার নিদ্রা পর্যন্ত ভুলতে বসেন। প্রথম গল্পটি বহু প্রাচীন কালের, যখন ১০৮টি শব নিয়েও সাধনার প্রচলন ছিল, নর মাংস ভক্ষণেরও। পরের দুটি গল্প সমসাময়িক সময়ের। তিনটি গল্পেরই যোগসূত্রে রয়েছেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কৃষ্ণানন্দ প্রত্যেক বারেই স্পষ্ট করে শুনিয়েছেন তন্ত্রসাধনার শেষ কথা প্রেম। প্রেমের থেকে বড় কিছু নেই। সুন্দর করে এর চিত্রনাট্য সাজিয়েছেন উপাসনা চৌধুরী ও রাজর্ষি দে।

পরিচালক রাজর্ষি দে'কে ধন্যবাদ জানাতে হবে এই কারণে যে কোনও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি কাহিনী বর্ণনার সময়। শিল্পীদের দিয়ে দারুণ কাজ করিয়ে নিয়েছেন। প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে শ্রুতি চরিত্রের শিল্পী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়কে। ট্রেন যাত্রী হিসাবে প্রায় মেক আপ শূন্য অবস্থায় সহযাত্রীর আচরণে বিরক্ত হওয়া পর্যন্ত সর্বত্র তিনি স্বাভাবিক এবং সাবলীল। কৃষ্ণানন্দ চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীনের জ্যাঠামশাইয়ের চরিত্রে বহুদিন বাদে বড় পর্দায় পেলাম রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে। তাঁর কণ্ঠস্বরটাই এক বড় সম্পদ। সম্ভবত মৃণাল মুখোপাধ্যায় এই ছবিতেই শেষ কাজ করে গেলেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মনে দাগ কাটেন। ডাক্তারবাবুর চরিত্রে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রাণবন্ত। গৌরব চক্রবর্তীর অতীন এবং আরিয়ান ভৌমিকের টেনিয়াকে অনেকদিন মনে থাকবে। অভিনেত্রী সুচন্দ্রা ভানিয়া এ ছবির প্রযোজিকা। এমন ধরনের ছবি তৈরি করতে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন তা তারিফযোগ্যই বটে। আর অভিনীত চরিত্রটিও ভালো লেগে যায়। রাজেশ শর্মা, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, ইশিকা দে, দামিনী, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত তাদের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গেই করেছেন।

চিত্রগ্রাহক রঞ্জন পালিত আলো আঁধারির দারুণ পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। একই কথা প্রযোজ্য সম্পাদক প্রয়াত সঞ্জীব দত্ত সম্পর্কেও। দেবজ্যোতি মিশ্রের সুরে অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়ের কথায় গানগুলি শুনতে ভালোই লাগে। ছবিটা দেখে বেরিয়ে আসার পরও তার যে আমেজ মনে থেকে যায় সেটা অবশ্যই বড় কথা। যা সাম্প্রতিক কালের ছবিগুলির মধ্যে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

'লম্বী জুদায়ী'র মিউজিক লঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'লম্বী জুদায়ী' কভার মিউজিক ভিডিওর আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি ঘটল। পাশাপাশি শুরু হল 'প্রথম ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েব সাইটের। এই অ্যালবামের গানটি গেয়েছেন শিল্পী প্রথমা দে। মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট, ডি ও পি এবং ডিরেকশান করেছেন উদীয়মান সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পা অরিন্দম। প্রেস মিটে উপস্থিত ছিলেন তিন জন স্বনামধন্য গীতিকার গৌতম সুস্মিত, লীলাময় পাত্র ও শিবাশিষ ডান্ডা ছিলেন পরিচালক রেশমী মিত্র। প্রথমবার গানে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন উপস্থিত সবাই। তাদের কথায় বাংলায় এই ধরনের কণ্ঠ দেখাই যায়না।

প্রথমবার মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। রেশমা মিত্র বাপ্পা–অরিন্দমের প্রশংসা করে বলেন ওর সঙ্গীত আয়োজনের তুলনা নেই। বাংলায় ওরই মতো প্রতিভা খুব কম আছে। আমি ওর সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি। আমার নতুন ছবি খুব ভালো মিউজিক করেছে। শুধু বাংলায় নয় মুম্বাই–এ সমান দক্ষতায় কাজ করার এলেম ওর রয়েছে। গৌতম সুস্মিত বলেন অন্য সঙ্গীত পরিচালকের গানকে নতুনভাবে সঙ্গীত আয়োজন অভূতপূর্ব। বাপ্পাকে চিনি খুব অল্পদিন ধরে তবে ভালো চিনি ওর কাজ অসম্ভব ভালো তাই রেশমীদিকে ওর কথা বলি। লীলাময় পাত্রের কথায় গানটি অত্যন্ত কোমলভাবে পরিবেশিত। মেঠো গন্ধটি ঠিক আগের মতই বজায় আছে, নতুন স্বাদে শুনতে বেশ লাগছে। শিবাশীষ ডান্ডা বাপ্পার নতুন আঙ্গিকে সঙ্গীত আয়োজন অনবদ্য খুব ভালো কাজ হয়েছে। মাটির গন্ধের রেশ পাওয়া যাচ্ছে। বাপ্পা অরিন্দম বলেন, প্রথমা বেশ গেয়েছে, তার জন্য আমাকে অনেক খাটতে হয়েছে। 'কন্যা ভ্রূণ হত্যা' নিয়ে কাজ করছে। আমি সুযোগ পেলে আর্ন্তজাতিক মানের কাজ করতে প্রস্তুত। শিল্পী প্রথমা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনরা ভুল হলে অবশ্যই আমাকে ধরিয়ে দেবেন। আমি চেষ্টা করছি।

সম্প্রতি কলকাতায় নতুন বাংলা ছবি 'মেঘ বৃষ্টির মলাট'–এর ঘোষণা করলেন ছবির কলাকুশলী সহ পরিচালক। ছবি মুক্তি পাবে ৬ ডিসেম্বর ২০১৯। অভিভাবকের সন্তানের প্রতি দুর্ব্যবহার সমাজকে কোথায় নিয়ে যায় আখ্যান নিয়ে এই ছবিটি। ছবির পরিচালক সায়ন বসু, সঙ্গীত পরিচালক অমিত মিত্র। অভিনয় করেছে অলিভিয়া মালাকার, ফাল্গুনি চ্যাটার্জী, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, সপ্তর্ষী চৌধুরী। গান গেয়েছেন সায়নী পালিত।

কিংবদন্তী চলচ্চিত্রকার অঞ্জন চৌধুরির জন্মদিনে ২৫ নভেম্বর তাঁর কন্যা রীণা চৌধুরির নতুন ছবি 'অমর প্রেমকথার' শুভযাত্রা শুরু হল। এই ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং পরিচালকের ভূমিকায় অঞ্জন কন্যা স্বয়ং। এদিনই ছবির সঙ্গীত গ্রহণ হয় ফিল্ম সার্ভিস স্টুডিওতে। উপস্থিত ছিলেন গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী ছাড়াও ছিলেন দিগ্বিজয় চৌধুরি সহ অন্যান্য গুণীজনেরাও।

জাতীয় প্রাণীসম্পদ দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ তম জাতীয় প্রাণীসম্পদ দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন করেছিল বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নর্থ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত। গত ১৮ নভেম্বর পল্লিমঙ্গল জুনিয়র হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, বিডিও নবকুমার দাস, ব্লক প্রাণী সম্পদ আধিকারিক কৌশিক গিরি প্রমুখ।

প্রাণী সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ চয়ন মণ্ডল ও ডাঃ আনন্দ দুলাল মাইতি। অনুষ্ঠান বসে আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল। এছাড়াও নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল। ব্লকের মৎস ও প্রাণী সম্পদ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ নিখিল মাখাল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

জিআরপির রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : রাজ্যে রক্তের সঙ্কট দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছা রক্তদানকে সর্বজনীন করে তোলার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই পুলিশ প্রশাসনও। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগার বনগাঁ জিআরপি'র পক্ষ থেকে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও প্রায় শতাধিক দুস্থকে বনগাঁ জিআরপির পক্ষ থেকে এদিন কম্বল প্রদান করা হয়। এদিন এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বনগাঁ জিআরপির ওসি দীপক পাইন ও আই আর পি সোমনাথ দত্ত। সোমনাথবাবু এদিন সর্বপ্রথম রক্তদান করে অনুষ্ঠানের সূচনাও করেন। ওসি দীপকবাবু জানান, এদিনের এই স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে মূলত অংশগ্রহণ করেন বনগাঁ জিআরপি থানার পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররাই। এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন মোট ৭৮ জন। বনগাঁ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক এই রক্ত গ্রহণ করে। ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ডা. গোপাল পোদ্দার বলেন, 'সম্প্রতি বনগাঁয় বিভিন্ন কারণে বেশ কয়েকটি রক্তদান শিবিরে বাতিল হওয়ায় রক্তের একটা সঙ্কট তৈরি হচ্ছিল। এই সঙ্কট মেটাতে এদিনের এই রক্তদান খুব কাজে লাগল।'

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই বারাসত জিআরপির পক্ষ থেকেও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মিলে প্রায় ৬১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন বলে জানান বারাসত জিআরপি ও সি বিদ্যুৎ সাঁফুই। রক্তগুলি গ্রহণ করে বারাসত জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়।

বীরভূমে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ডাক্তার মোতাহার হোসেনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল, মুরারই–২নং ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে ২০ নভেম্বর সকাল দশটা থেকে পাইকর কংগ্রেস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির । জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল চেয়ারম্যান মহ: আসিফ ইকবাল রাসেল,জেলা যুব কংগ্রেস সহসভাপতি শৌভিক সিনহা, প্রাক্তন মন্ত্রী ডাক্তার মোতাহার হোসেনের পুত্র শিশু চিকিৎসক মোশারাফ হোসেন,মুরারই বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদশা আলমগীর,দেবপ্রকাশ ধর সহ কংগ্রেসকমীরা উপস্থিত ছিলেন । মোট আশিজন রক্ত দেন । রামপুরহাট পাঁচমাথা মোড়ে কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯শে নভেম্বর সকালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ১০৩তম জন্মদিন পালন করা হয় । ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় । মিষ্টিমুখ করানো হয় । কংগ্রেস জেলা সাধারন সম্পাদক শাহাজাদা হোসেন (কিনু),রামপুরহাট বিধানসভার যুব সভাপতি আঙ্গুর মিঞা সহ কংগ্রেসকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

রক্তদান উৎসবে সাংসদ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একের পর এক রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের উপচে পড়া ভীড়ে নাজেহাল আয়োজকরা। কোথাও রক্তদাতার সংখ্যা ৪০০,আবার কোথাও বা ৬৫০ জন রক্তদাতা।এই মুহূর্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯ টি ব্লকের মধ্যে সুন্দরবনের পিছিয়েপড়া বাসন্তী ব্লক স্বেচ্ছায় রক্তদানে শীর্ষে।বলাই বাহুল্য ব্লকের বিভিন্ন স্থানে রক্তদাতা এবং আয়োজকদের রক্তদান করার ইচ্ছাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মর্যাদা এবং রক্তদাতাদের আরো উৎসাহিত করতে শনিবার এই ব্লকের ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দাবাদ গ্রামের এক রক্তদান উৎসবে হাজির হলেন জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। স্থানীয় আনন্দাবাদ ডায়মন্ড ক্লাব আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষের রক্তদান উৎসবে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা,বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা প্রাক্তন শিক্ষক আকবর সেখ,ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নলিনীকান্ত সরদার সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান উৎসবে স্বেচ্ছায় ১৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। উল্লেখ্য, এদিন রক্তদান শিবিরে সচেতন মহিলা রক্তদাতার সংখ্যছিল ৭৩ জন,যা তুলনা মূলক ভাবে অনেকাংশে বেশি।

জিআরপির উদ্যোগে স্টেশনে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : সুরক্ষার পাশাপাশি সামাজিক কর্তব্য পালন করতেও তারা যে পিছু পা হয় না, তার উদাহরণ মিলল আরেকবার।শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করে জিআরপি। এদিন এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ১০জনেরও বেশি জিআরপি, আরপিএফ

কর্মরত আধিকারিক, কনস্টেবল সহ সিভিক ভলেন্টিয়াররা রক্ত দান করেন। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফ ইন্সপেক্টর মমতাজ বেগম ও এনজেপি জিআরপির আইসি অনুপম মজুমদার। রক্তদানের পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আশা যাত্রীদের রক্তদান নিয়ে সচেতন করতেও দেখা যায় এনজেপি জিআরপি কর্মীদের।

জলপাইগুড়ি

সামাজিক ও মানবিক কাজ করলো পুলিশ।শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এক রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করে জিআরপি। এই রক্তদান শিবিরে ১০ জনেরও বেশি জিআরপি,আরপিএফ

কর্মরত আধিকারিক,কনস্টেবল সহ সিভিক ভলেন্টিয়াররা রক্ত দান করেন। সেই রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরপিএফ ইন্সপেক্টর মমতাজ বেগম ও এনজেপি জিআরপির আইসি অনুপম মজুমদার। রক্তদানের পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসা যাত্রীদের রক্তদান নিয়ে সচেতন করতেও দেখা যায় এনজেপি জিআরপির কর্মীদের। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ও এই শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মোট ৪৫ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। তিনজন মহিলাও রক্ত দান করেন। সংগৃহীত রক্ত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে দান করা হয়েছে বলে সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। ছবিঃ গোপাল রায়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

লিলিপুটদের বিরুদ্ধে গালিভারের জয় মাপকাঠি নয়

অরিঞ্জয় মিত্র

গালিভার ট্রাভেলস বনাম লিলিপুটের যুদ্ধ। ইডেনের গোলাপী টেস্টের অন্যান্য বাহুল্যতাকে দূরে সরিয়ে রাখলে সর্বপ্রথমে এই কথাটাই মাথায় আসে। এতটা অসম লড়াই দেখতে নিশ্চিতভাবে ভালো লাগেনি কলকাতার তামাম ক্রিকেট ভক্তের। কিন্তু কিছু করার নেই। গোলাপী টেস্ট নামক হুজুগ যখন একবার চড়ে গিয়েছে তখন দ্বিতীয় তো কোনও জো নেই। প্রশ্ন এটাই দেশের মাটিতে প্রথম দিন-রাতের টেস্টের আসর বসল সেখানে কেন কোনও বড় মাপের প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডাকা হল না কেন? বাংলাদেশের সঙ্গে এই ধরনের ম্যাচ করা আর ভস্মে ঘি ঢালার মধ্যে কিছু তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যদি এই ম্যাচ করা যেত তা যেমন উপভোগ্য হতে পারত, তেমনই দর্শকের তৃপ্তিও ঘটত ষোলোআনা। বাংলাদেশের সঙ্গে টি-২০ সিরিজ বরং অনেকটাই উপভোগ্য হয়েছিল। যেখানে বাংলার টাইগাররা প্রথম ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে ১-০ এগিয়ে পর্যন্ত গিয়েছিল। যদিও পরের দুটি ম্যাচ জিতে ভারত ২-১ করে নেয় অচিরেই। তবে টেস্ট সিরিজটা যেরকম একপেশে হল তাতে ক্রিকেট সম্পর্কে আকর্ষণ কমতে বাধ্য অনেকের। বাংলাদেশ এতটাই কমজোরি ও দুর্বল ভাবে উপস্থাপিত হল তাও খুব হতাশাজনক। যদিও বাংলাদেশের পক্ষে বলার মতো একটাই জুতসই অজুহাত রয়েছে। সেটা হল সাকিব-উল-হাসানের মতো তারকার ছিটকে যাওয়া। এই সাকিবই কিন্তু গত বিশ্বকাপে ধমাকাদার পারফর্ম করেছেন। শুধু তাই নয়, সাকিবের অসাধারণ খেলা দেখে একসময় তো মনে হচ্ছিল তিনিই না বিশ্বকাপের ম্যান অফ দ্য সিরিজ হন। শেষ পর্যন্ত সাকিবের ভাগ্যে তা জোটে নি। কিন্তু সাকিবহীন বাংলাদেশকে দেখে বোঝা যাচ্ছে দলের হৃৎপিণ্ডটাই যেন কেউ উপড়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে তামিম ইকবালের মতো সফল একজন ওপেনারের না থাকাটাও নিশ্চিতভাবে কাল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ সিরিজ কখনই কোনও দলের শ্রেষ্ঠত্ব মাপার জায়গা নয়। যতক্ষণ অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই দেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কোনওভাবেই সেরার দাবিদার হওয়া যায় না। এখনও বল যেখানে পিচে পড়ে দ্রুত গতিতে ছুটে আসে গাঁক গাঁক করে সেখানে অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারেরই দুর্বলতা থেকে যায়। কিন্তু, বিগত কতগুলি বিদেশ সফরে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটসম্যানরা লাগাতার প্রমাণ করেছে বিদেশের মাটিতেও তারা সাফল্য পাবেন। শুধু টেকনিকে রদবদল ঘটিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বড় রান পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। অজি ও কিউয়িদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একের পর এক সিরিজ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠা। তার মধ্যে আবার অধিনায়ক বিরাট কোহলি সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। ভালো রান পেয়েছেন রাহানে, রাহুল, রোহিত শর্মা, কেদার যাদব, ধোনিরাও। তুলনামূলকভাবে ভারতীয় ওপেনিং জুটির অন্যতম সেরা স্তম্ভ শিখর ধাওয়ানকে দুর্বল লেগেছে। এক দুটি ম্যাচে দুরন্ত ব্যাট করা ছাড়া তিনি খুব সাধারণ মানের পারফর্ম করেছেন। তাও ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট ভরসা রেখেছে শিখরের ওপর। এক্ষেত্রে তার অতীত পারফরমেন্স ও দৃঢ় মানসিকতা ব্যাট করেছে ধাওয়ানের হয়ে। তাও অনেক প্রাক্তন তারকা থেকে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ এখনও বলছেন, নিঃসন্দেহে শিখর ধাওয়ানই এই দলে সবথেকে খামতির জায়গা। ধাওয়ান ধারাবাহিক নন বলেই বারংবার অভিযোগ উঠছে। তাছাড়া বিদেশের যেসব পিচে দ্রুত গতিতে বল ছুটে আসে আর সমানে সুইং করে সেখানে ধাওয়ান কতটা সফল হবেন তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

এটা খুবই সত্যি কথা যে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে তাদের নিজেদের মাটিতে গো-হারান হারিয়ে এল তারাই কেমন গুটিয়ে গেছিল নিজের দেশের মাটিতে। এই ক্ষেত্রে তুমুল আত্মবিশ্বাস একটা বড় কারণ তো বটেই। তবে তার বাইরেও বেশ কিছু ফাঁকফোকর রয়েছে যা মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন। এদিক থেকে এই মুহূর্তের দরকার চরম সতর্কতার। প্রায় খাদের ধারে চলে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া আবার গত ভারত সফর থেকে যে রসদ সংগ্রহ করল তা অজিদের আরও একবার সেরা হওয়ার ইচ্ছায় ভালো মতো ইন্ধন জোগাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? এই অস্ট্রেলিয়া তো আর আগের অস্ট্রেলিয়া তো এক নয়। অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ায় ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠেছিল অজিরা। বেশ কয়েকটা সিরিজ তাই ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। সেই দলটাই এখন কেমন যেন পালটে যাওয়ার অভিমুখ দেখাচ্ছে। এই ভারত সফর জয়ের মধ্যে দিয়েই তা আরও বিকশিত হয়েছে।

এই ভারতীয় দলকে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না যে এরাই কদিন আগে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে গিয়ে রীতিমতো গুড়িয়ে দিয়ে এসেছে অজি ও কিউয়িদের। তারাই কেমন মুহ্যমান হয়ে উঠেছে ঘরের মাঠে। টি-২০ তে অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হার দিয়ে শুরু। ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-২ হার মানার পর ৫০ ওভারের সিরিজেও ০-২ পিছিয়ে পড়েও অজিরা যেভাবে ফেরৎ এসেছে তা ভারতীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যাদের ফেভারিট বলে আগে থেকেই ঢাক পিটিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট বিশ্ব সেই ভারতীয় দলে আচমকাই যেন হতাশা গ্রাস করে নিয়েছে। ০-২ থেকে ২-২ করা শুধু নয়, পাঁচ ম্যাচের সিরিজের শেষ লড়াই দিল্লির মাটি থেকে হাসিল করে অজিরা নিজেদের অনুকূলে সিরিজ ৩-২ করে ফেলেছে। বলাবাহুল্য, দেশের মাঠের হারকে যেন রিভার্স অ্যাকশনের মতো ফেরত পাঠিয়েছে তারা ভারতভূমিতে। অবশ্য এসব ধাক্কার থেকেও ভারতীয় দলের কাছে আরও বড় ব্যর্থতা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বকাপের ব্যর্থতা। তারপর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে কিছুটা হলেও মনোবল ফিরে পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। সাম্প্রতিকতম বাংলাদেশ বিজয়ে হয়তো ভারতীয় তারকাদের অনেক রেকর্ড হচ্ছে, দল ২-৩ দিনে টেস্ট জিতেও নিচ্ছে কিন্তু তাতে পারফরমেন্সের মাপকাঠি করতে যাওয়াটা বোকামি।

এজন্যই অনেকে বলে থাকেন ক্রিকেটের পরিধি নিয়ে। মূলত তাঁরা হতাশ ক্রিকেটের ব্যপ্তি অন্য খেলার মতো না হওয়ায়। যেখানে ফুটবল খেলছে ২০০-২৫০-র মতো দেশ সেখানে ক্রিকেটে ১০-১২ টা দেশ খেললেও ভালো দল বলতে সেই ৫-৬ টি। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এর পরের চারটি দল হিসেবে হয়তো নাম আসবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার। এত কম দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে তাগিদের প্রশ্ন এসে যায়। সেটাই মাঝেমধ্যে অনেক তারকাকে তাড়া করে বেড়ায়। এটাই হয়তো আগামীতে বিরাট কোহলির মতো সর্বোচ্চ মানের তারকার ক্ষেত্রেও পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে। একসময় শচীন তেন্ডুলকরকে মুখোমুখি হতে হয়েছে এই ধরনের আত্মতুষ্টির শিখরে পৌঁছানোর। মোদ্দা কথা হল ক্রিকেটকে ঠিকভাবে ছড়ানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংস্থার শীতঘুম মনোভাব। অবশ্য সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কারণ, অনেক দেশও আছে ক্রিকেট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, বা কোনওরকমভাবেই উৎসাহী নয়। সেসব দেশের কাছেও ক্রিকেটকে বাণিজ্যিক এবং সার্বিকভাবে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ এখন থেকেই নিতে হবে। তবে গিয়ে দেখা যাবে ক্রিকেট একটা ঠিকঠাক জায়গা লাভ করছে। না হলে বরাবর লবডঙ্কাই থেকে যাবে এই জগৎ এবং সেখানে বিচরণকারীরা।

সব খেলার সেরা সে বাঙালির ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসময় ফুটবলারদের আদর ছিল জামাইষষ্ঠীর জামাইবাবাজীবনদের মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির

আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই ফুটবলের পাশেই ক্রিকেট হাঁকানোরও প্রচুর ছেলেপুলে জুটে যায় ময়দানে। আসলে ক্রিকেটের যে গ্ল্যামার তার ছিটেফোঁটাও যদি ফুটবলের দিকে ঠিকরে আসত তাহলেই অনেক অসাধ্যসাধন হতে পারত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্য ফুটবলের প্রতি অনাসক্তি যে দায়ী তা নয়। বরং এখনও যেভাবে ইউরোপীয় কাপ বা লাতিন আমেরিকান ফুটবল, কিংবা লা-লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইত্যাদি দেখায় ভরপুর উৎসাহ রয়েছে তা কোনও অংশে কম নয়। তাও ফুটবল পিছিয়ে গেছে শুধুমাত্র সঠিক পরিকল্পনা ও স্ট্র্যাটেজির অভাবে। এই ফাঁকফোকড় বোঝানোর দিকেই পাখির চোখ করা উচিত ফুটবলপ্রেমীদের। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের যে ক্লাব সদস্য বা সমর্থক বেস রয়েছে সেটা যদি ভারতীয় ফুটবলে ঠিকমতো ব্যবহার করা না যায় তবে নষ্ট হয়ে যাবে অনেক বৃহত্তর সম্ভাবনা। সেদিকে চোখ রেখেই আগামী পরিকল্পনা রূপায়িত করা উচিত। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০-৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও বাংলার নয়া প্রজন্ম এখনও ফুটবলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি এটাই আশার কথা। বিশেষ করে ঝাঁ চকচকে আইএসএল তো যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে যুব সমাজের মধ্যে। আইপিএলকে ক্রিকেট জুয়ো বললেও , আইএসএলকে এমন বদনাম এখনও কেউ দেয়নি। এমতাবস্থায় মোহন-ইস্টের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণে ফুটবল ফের দামাল হয়ে উঠতে পারে সারা ভারত জুড়ে।

সম্প্রতি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া যে কথাটা বলেছেন সেটাই হওয়া উচিত আম ফুটবল ভক্তের কথা। বাইচুং বলেছেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে ছাড়া ভারতীয় ফুটবল একেবারেই সাদামাটা। আসলে এই দুই প্রধানের ভরপুর সমর্থকের কথা ভেবেই এটা বলছেন বাইচুং। শুধু তিনিই নন, অনেক প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবল তারকাও এই মত পোষণ করে। তাঁদের বক্তব্য, আইএসএল সেদিনই সম্পূর্ণতা লাভ করবে যেদিন তাতে শামিল হবে সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদ।

কবে এমন বাতাবরণ তৈরি হবে তার জন্য অবশ্যই আরো কিছু অপেক্ষা রয়েছে। তবে এটা সম্ভব হলে ছকেবাঁধা গতের থেকে বেরিয়ে আইএসএল প্রকৃত জনপ্রিয়তা কাকে বলে তার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে। নিশ্চিতভাবে সেদিকে তাকিয়ে তামাম ভারতীয় ফুটবল প্রেমী। একদিকে প্রফুল্ল প্যাটেল-নীতা আম্বানী, অন্যদিকে মোহন-ইস্টের উপস্থিতি পালটে দিতে পারে পুরো নকশাটাই।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতার

মলয় সুর : শ্রীরামপুর ইকল্যাট সুইমিং ক্লাব পরিচালিত ৪২তম গঙ্গাবক্ষে ২০ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা রবিবার দুপুরে চন্দননগর রাণীঘাট থেকে শুরু হয়ে শ্রীরামপুর রাজবাড়ি ঘাটে শেষ হয়। এই ক্লাবের সহ সচিব সুখেন কর্মকার বলেন, এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ২৯ জন সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন। ছেলেদের বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন আদ্রি শর্মা (১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট ২৯ সেকেন্ড) দ্বিতীয় শুভম দাস (১ ঘন্টা ৫৭ মিনিট ২১ সেকেন্ড), তৃতীয় অপূর্ব সাহা (১ ঘন্টা ৫৭ মিনিট ৫০ সেকেন্ড) অন্যদিকে মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয় সৃষ্টি উপাধ্যায় (২ ঘন্টা ২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড), দ্বিতীয় ঈশিতা সাহা (২ ঘন্টা ৯ মিনিট ১৩ সেকেন্ড) এবং তৃতীয় কোয়েল সাহা (২ ঘন্টা ১৪ মিনিট ১ সেকেন্ড), যদিও ছেলেদের আদ্রি শর্মা গত বছর এই প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করে প্রথম হয়েছিল। এবার ও সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নেয়। সে তিনবারের হ্যাটট্রিক করা ইংলিশ চ্যানেল জয়ী রেশমি শর্মার ভাই। রেশমি প্রথমবার ২০০৬, ২০০৭-এ ও ২০০৯ সালে জিব্রল্টার পেরোন। এই প্রতিযোগিতার সর্বকনিষ্ঠ সাঁতারু ১২ বছরের ছেলে গৌরব কাবেরীও মাত্র ৫ বছরের বিস্ময়কর খুদে দুধের শিশু মেয়ে ধৃতিমা নন্দী (চুঁচুড়া)। দুজনেই গঙ্গাবক্ষে সাঁতারে নির্দিষ্ট স্থানে ফিনিশিং করে। তবে আগামী দিনে ধৃতিমার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকবে সাধারণ মানুষ। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, সংস্থার সচিব কৌশিক চ্যাটার্জী, বেঙ্গল সুইমিংয়ের যুগ্মসচিব মানস বিশ্বাস, পিনাকী ভট্টাচার্য, হুগলির সাঁতারু সংস্থার সচিব অশোক দত্ত, অমরেশ গোস্বামী, চন্দননগরে হাজির ছিলেন প্রাক্তন মেয়র রাম চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলার পার্থ দত্ত।

সম্ভাবনাময় সাঁতারু শুভম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলেবেলা থেকেই জলের প্রতি অদ্ভুত টান ছিল ছেলেটির। এমনিতে শান্ত স্বভাবের। কিন্তু জলে নামলেই জলের টানে সেই ছোট্ট ছেলেটি হয়ে উঠত অশান্ত। জলের প্রতি ছেলের প্রবল ঝোঁক দেখে তার বাড়ির লোক তাকে ভর্তি করে দেন রিষড়া সুইমিং ক্লাবে। তবে সাঁতারের টেকনিকগুলি গোড়াতেই শিখতে হয়। তখন দশ বছর বয়স কোন্নগর নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিল। রিষড়া সুইমিক ক্লাবে প্রথম কোচ তমাল দাসের কাছে শুভমের হাতে খড়ি হয়।

এরপর ২০১৫ সালে বাঁশবেড়িয়াতে জেলা স্তরে অংশ নেয়। কিন্তু কোনও পজিশন হয়নি। ২০১৬তে বাঁশবেড়িয়ায় বয়স ভিত্তিক গ্রুপে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে দ্বিতীয় স্থান হয়। ২০১৮তে চুঁচুড়া গড়বাটিতে রাজ্য স্তরে পজিশন পায় নি। তাঁর বাড়ি রিষড়া ৩ নম্বর বারো কালীতলা এলাকায়। তাঁর বাবা বীরেন দাস কলকাতায় কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। মা সুনীতা দাস গৃহবধূ।

তারা দু'ভাই বড় শুভম, ছোট কৌশিক সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সেও সাঁতার শিখছে। এ বছর শুভম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরিবারের সকলেই শুভমকে অনুপ্রেরণা যোগায়। সদ্য ২০ কিমি দূরপাল্লার গঙ্গাবক্ষে সাঁতারে প্রথম নেমেই দ্বিতীয় হয়ে সাড়া ফেলে দিল রিষড়ার এই ছেলেটি। তবে সবচেয়ে বড় পাওনা আপাতত এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর দেখল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে।

বর্তমানে সে চন্দননগর অ্যাকোয়াটিক সেন্টারে জাতীয় সাঁতারু সুদীপ বসাকের কাছে তৈরি হচ্ছে। স্কুল পর্যায়ে এবং রাজ্য ও জাতীয় স্তর প্রতিযোগিতায় ভাল ফল করার উপযোগী করতে। বাংলার সম্ভাবনাময় সাঁতারু শুভম দাস পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উচ্চতা সম্পন্ন কিশোর দূরপাল্লার সাঁতারে দ্বিতীয় হয়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। তার প্রিয় দূরপাল্লার ইভেন্ট ১০০ মিটার বেস্ট স্ট্রোক। সে নিজেকে নিবিড় অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছে। ছিপছিপে চেহারার অধিকারী শুভম।

পলসায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের মিঠে রৌদ্রকে সঙ্গী করে বীরভূম জেলার মুরারই-১নং ব্লকের পলসা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তগর্ত শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো পলসা আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষুদে পড়ুয়ারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকরেছিলো । উপস্থিত ছিলেন পলসা গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান সীব রবিদাস ।

দিনহাটায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

অমৃতা চন্দ, দিনহাটা: ৩৮ তম কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ পরিচালিত দিনহাটা এক ব্লক স্তরের প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা (প্রা:) ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। দিনহাটা ১ ব্লকের পেটলা নবীবক্স স্টেডিয়ামে বুধবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন কল্যাণী পোদ্দার। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন , জেলা পরিষদের মেন্টর সুবল রায়, দিনহাটা এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হক, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ সঞ্জয় কুমার বর্মন, পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ওয়াহিদা বেগম, শিক্ষাসচিব শম্ভু মোদক, ক্রীড়া পরিচালন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত নাহা, যুগ্ম আহ্বায়ক উইলসন বেসরা প্রমুখ। এদিনের প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সাঁওতালি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন কল্যাণী পোদ্দার বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যত।তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলাধুলার প্রতি আরো বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন। এদিন প্রতিযোগিতা শুরুর আগে দিনহাটা এক ব্লকের ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও দিনহাটা পুরসভা এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ৪৫৫ জন প্রতিযোগী ২৮ তিনটে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় ব্লক স্তরের যারা প্রথম স্থান অধিকার করে তারা আগামী ছয় ও সাত ডিসেম্বর জেলা পর্যায়ের খেলায় অংশ নেবে।

কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দেওচড়াই হাই স্কুলের মাঠে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ পরিচালিত জেলা পর্যায়ের ৩৮ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে চেয়ারপার্সন জানান। এদিনের এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে দৌড় ছাড়াও হাই জাম্প, লং জাম্প সহ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবক অভিভাবিকা দের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com